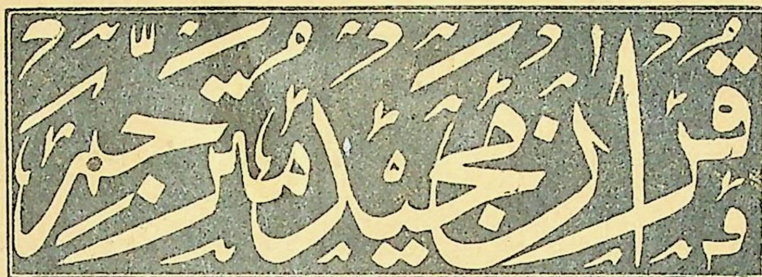
ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"



মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

বঙ্গানুবাদ

কোর্‌আন্‌ শরীফ

২১শ পারা—উৎলো মা- উহেয়্যা।

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা—১৪

আত্ম-কথা

এছলামের মূলগ্রন্থ কোরআন শরীফের তেলায়ৎ ও উহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর প্রতি এজন্য ফরজ যে, উহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে মানব কখনই মানব-পদবাচ্য এবং খোদার করুণালাভের অধিকারী হইতে পারে না।

বঙ্গীয় মুছলমান জনসাধারণের মধ্যে কোরআনের শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি জাতি ও ধর্ম্মের নামে বিগলিতপ্রাণ সুধী সজ্জন ছাড়া তাহা বুঝতে চেষ্টা করেন আর কয়জন? দীনাতিদীন আমরা, অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এহেন অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছি—একমাত্র আল্লার করুণার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া।

ইত্যাগ্রে কোরআনের দু-একখানি পূর্ণ-অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের **"উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়"** আমাদের অনুবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই;—ইহা আবহমানকালের যে একটী গুরু অভাবের পূরণ, একথা কে অস্বীকার করিবে?

হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের, বিশেষতঃ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল হজরত মওলানা হাজী হাফেজ ও কারী শাহ্ মোহাম্মদ আশরফ আলী থানবী এবং সামছোল ওলামা হাফেজ ডেপুটী নজীর আহমদ ছাহেবের উর্দ্দু তরজমার ভাব, মর্ম্ম ও ধারার এবং কুত্রাপি হজরত মওলানা শাহ রফীউদ্দিন ছাহেবের তরজমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানুষের ভ্রম, ত্রুটী ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব কোন সূক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক ভ্রাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকায় কোনও কিছু ভুল, ত্রুটী বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব। আমরা উচ্চারণ সম্বন্ধে সুহৃদবর্গের মূল্যবান অভিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার একান্তই অভিলাষী।

মাদপুর,
পোঃ, সরিষা, ২৪-পরগণা

বিনীত—
মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

PRINTED BY. ERSONS ART PRESS.
6 TANTI BAGAN LANE, CALCUTTA.

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط

উৎলো মা— উহেয়্যা এলায়্‌কা মেনাল্ কেতা-বে অ আক্কেমেছ্‌ছালাহ্।

(হে নবী !) কোরআন হইতে পাঠ কর যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশরূপে আসিয়াছে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা কর।

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ

ইন্নাছ্ ছালা-তা- তান্‌হা- আনেল্ ফাহ্‌শা—এ অল্ মোন্‌কার্। অলা জেক্‌রোল্লা-হে

নিশ্চয় নামাজ নির্ল্লজ্জ ও জঘণ্য কার্য্য হইতে বিরত রাখে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র স্মরণ করা

اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ

আক্‌বার্। অল্লা-হো য়্যা'লামো মা তাছ্‌নাউন্। অলা- তোজ্বাদেলু— আহ্‌লাল্

শ্রেষ্ঠ কার্য্য। আর তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা অবগত আছেন। এবং (হে মোসলমান !) তোমরা ধর্ম্মগ্রন্থধারীদের সহিত

الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ق صلے اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا

কেতা-বে ইল্লা- বেল্লাতী হেয়্যা আহ্‌ছানো, ইল্লাল্ লাজীনা জালামূ মেন্‌হুম্ অ ক্বলূ—

বিবাদ করিও না কিন্তু সদ্ভাবের সহিত ; কিন্তু তন্মধ্যে যাহারা অত্যাচারী (তাহাদের যথাযথ সম্মুখীন হও)। আর তোমরা বল যে,

اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا

আ-মান্না বেল্লাজী— ওন্‌যেলা এলায়্‌না- অ ওনযেলা এলায়্‌কুম্ অ এলা -হোনা-

আমরা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছি যাহা আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং আমাদের উপাস্য

وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ

অ এলা-হোকুম্ অ-হেদোঙ্ অ নাহ্‌নো লাহু লোছ্‌লেমুন্। অ কাজা-লেকা আন্‌যাল্‌না—

ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা (তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি) তাঁহারই অনুগত। আর হে নবী !) এইরূপেই আমি তোমার প্রতি

৪৭ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ج

এলায়্‌কাল্ কেতা-ব্। ফা-ল্ লাজীনা আ-তায়্‌না- হুমোল্ কেতা-বা ইউমেনুনা বেহী-,

ধর্ম্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং (ইতিপূর্ব্বে) যাহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম তাহারা (সত্য পরায়নগণ) ইহার (কোরআনের) প্রতি (সহজে) বিশ্বাসস্থাপন করে,

وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ

অমেন্ হা—উলা—য়ে মাঁই ইউ্মেনো বেহ্। অমা য়্যাজ্হাদো বেআ-য়্যা-তেনা—

আরও উহাদের (আরবের মোশরেক দর) কেহ কেহ (বুঝিয়া) ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। ধর্ম্মদ্রোহিরা ব্যতীত আর কেহ আমার নিদর্শনসমূহ

اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ

ইল্লাল্ কা-ফেরূন্। অমা- কোন্তা তাৎলু মেন্ ক্বাব্লেহী- মেন্ কেতা-বেঙ্,

অমান্য করে না। আর ইতিপূর্ব্বে তুমি কোন কেতাব পাঠ করিতে না

وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ بَلْ هُوَ

অলা- তাখোত্তোহূ বেয়্যামীনেকা এজ্জাল্ লার্তা-বাল্ মোব্তেলূন্। বাস্ হুওয়া

অথবা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লিখিতে না, তাহা হইলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ করিত। (৮) বরং উহা (কোরআন)

اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ

আ-য়্যা-তোম্ বাইয়্যেনা-তোন্ ফী ছোদূরেল লাজীনা উতুল্ এলম্। অমা- য়্যাজ্হাদো

জ্ঞানীদের অন্তরে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ (রহিয়াছে যাহা কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি উহা অমান্য করিতে পারে না)। আর আমার আয়তসমূহকে

بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ

বেআ-য়্যা-তেনা— ইল্লাজ্ জালেমূন্। অ ক্বা-লু লাওলা— ওন্যেলা আলায়্হে

অবিচারী ব্যতীত কেহ অমান্য করে না। আর তাহারা (মক্কাবাসীরা) বলিল—কেন তাহার উপর তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শনসমূহ (মোজেযা)

اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا

আ-য়্যা-তোম্ মের্রাব্বেহ্। কোল্ ইন্নামাল্ আ-য্যা-তো এন্দাল্লাহ্। অইন্নামা—আনা-

অবতীর্ণ হয় নাই? তুমি বল, নিশ্চয় নিদর্শনসমূহ আল্লাহ্র নিকট (তাঁহার ইচ্ছাধীন)। আর নিশ্চয় আমি

(৮) আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম,—হজরত নবী করীম (দঃ) সাধারণ মানুষের ন্যায় কোন বিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জ্জন করেন নাই; ইহাতে আল্লাহ্ তায়ালা এই উদ্দেশ্য নিহিত রাখিয়াছিলেন যে তিনি যদি ঐরূপ লব্ধজ্ঞানে জ্ঞানী হইতেন তবে লোক ঐরূপ সন্দেহ করিত যে, তিনি পূর্ব্বেকার ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ মন্থন করিয়া এই কোরআন শরীফ রচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ঐরূপে জ্ঞান অর্জ্জন করেন—তিনি নিরক্ষর ছিলেন। এতৎসত্বেও যদি লোকে তাঁহাকে অমান্য করে বা কোরআনকে তাঁহার রচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, ইহা তাহাদের হটকারীতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

নাজীরোম্ মোবীন্। আ অলাম্ য়্যাক্‌ফেহিম্ আন্না— আন্‌যাল্‌না- আলায়্‌কাল্ কেতা-বা

প্রকাশ্য ভীতিপ্রদর্শনকারী। ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি

يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ

ইয়্যোৎলা- আলায়্‌হিম্। ইন্না ফী জা-লেকা লারাহ্‌মাতাঙ্ অজেক্‌রা লেকাওমেই

যাহা পাঠ করিয়া তাহাদিগকে শ্রবণ করাণ হয়? নিশ্চয় ইহাতে ধর্ম্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ

ع ১/৫ রুকু — يُّؤْمِنُوْنَ ع قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ

ইউ্‌মেনূন্। ع কোল্ কাফা- বিল্লা-হে বায়্‌নী অ বায়্‌নাকুম্ শাহীদা, য়্যা'লামো

ও উপদেশ রহিয়াছে। তুমি (তাহাদিগকে) বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, তিনি

مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا

মা- ফিছ্‌ছামা-অ-তে অল্ আর্‌দ্ব। অল্ লাজীনা আ-মানূ বেল্ বাত্বেলে অকাফারূ

আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতের সমূহ বস্তুই অবগত আছেন। যাহারা মিথ্যার (উপাস্তে) বিশ্বাসস্থাপন

بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ

বিল্লা-হে উলা—একা হুমোল্ খা-ছেরূন্। অ য়্যাছ্‌তা'জ্বেলূনাকা বেল্ আজা-ব্।

এবং আল্লাহ্‌দ্রোহী হইয়াছে তাহারাই হইতেছে ক্ষতিগ্রস্ত? আর তাহারা তোমার নিকট (কেয়ামতের) শাস্তি শীঘ্র চাহিতেছে। (৯)

وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ

অলাও্‌লা— আজ্বালোম্ মোছাম্মাল্ লাজ্বা—য়া- হুমোল্ আজা-ব্। অলায়্যাতেয়্যান্নাহুম্

আর যদি (আল্লাহর নিকট উক্ত শাস্তির) সময়নির্দ্ধারিত না থাকিত তবে নিশ্চয় তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত হইত। (এক দিন না এক দিন) নিশ্চয় উহা হঠাৎ

بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ

বাগ্‌তাতাঙ্ অহুম্ লা- ইয়্যাশ্‌উরূন্। ইয়্যাছ্‌তা'জ্বেলূনাকা বেল্ আজা-ব্। অইন্না

তাহাদের উপর তাহাদের অজ্ঞাতসারে আপতিত হইবে। তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র শাস্তির কামনা করিতেছে। আর নিঃসন্দেহ যে,

(৯) আরববাসী মোশ্‌রেকগণ কেয়ামত বিশ্বাস করিত না। হজরত নবী করীম (দঃ) যখন তাহাদিগকে কেয়ামতের শাস্তি সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করিতেন, তখন তাহারা বলিত—'তুমি যদি সত্যবাদী নবী হও তবে কেয়ামতের শাস্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত কর, আমরা উহা প্রত্যক্ষ করি'!

جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۙ يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

জাহান্নামা লামোহীত্বাতোম বেল্ কাফেরীনা য়্যাওমা য়্যাগ্‌শা-হুমোল্ আজা-বো মেন্

দোজখ ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যেদিন শাস্তি তাহাদিগকে

فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

ফাওক্বেহিম্ অমেন্ তাহ্‌তে আরজোলেহিম অ য়্যাকূলো জুক্ব, মা- কোন্তুন্ তা'মালূন্।

তাহাদের উপর (মস্তক) হইতে ও নিম্নদেশ (পদপ্রান্ত) হইতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে এবং তিনি (আল্লাহ্) বলিবেন—যেমন তোমরা (জগতে) করিতে তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর।

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ۝

ইয়্যা- এবাদেয়্যাল্লাজীনা আ-মানূ— ইন্না আরদ্বী ওয়াছেয়া'তোন্ ফাইয়্যায়্যা ফা'বোদূন।

হে আমার ধর্ম্মবিশ্বাসী বান্দাগণ! আমার পৃথিবী সুবিস্তৃত অতএব তোমরা (যেখানেই থাক) আমারই উপাসনা কর।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۣ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ

কোল্লো নাফছেন্ জা—এক্বাতোল মাওতে, সুম্মা এলায়্না তোর্‌জাউন্। অল্‌লাজীনা

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী, পুনরায় তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

আর যাহারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

আ-মানূ অ আমেলুছ ছা-লেহা-তে লানোবাওবেয়ান্নাহুম্ মেনাল্ জান্নাতে খোরাফান্

ধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া সৎকার্য্যও করিয়াছে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে বেহেশ্‌তের অট্টালিকায় স্থান দান করিব

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ نِعْمَ اَجْرُ

তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহাল্ আন্‌হা-রো খা-লেদীনা ফীহা-। নে'মা আজ্‌রোল্

যাহার নিম্নদেশ হইতে স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা চিরদিন থাকিবে। কি উত্তম প্রতিদান

الْعٰمِلِيْنَ ۝ۖ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ وَكَاَيِّنْ

আ-মেলীনাল্, লাজীনা ছাবারূ অ আলা রাব্বেহিম্ য়্যাতাঅক্‌কালুন্। অকাআইয়্যেম্

তাহাদের যাহারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, ও যাহারা (পৃথিবীতে) ধৈর্য্যধারণ করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। আর এরূপ কত

مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ

মেন্ দাব্বাতেল্ লা- তাহ্‌মেলো রেয্‌কাহা-, আল্লা-হো ইয়্যার্‌যোক্কোহা- অ ইয়্যা-কুম্,
প্রাণীত আছে যাহারা (দুর্ব্বলবিধায়) নিজেদের আহার বহন করিতে পারে না, আল্লাহ্‌ই তাহাদের এবং তোমাদেরও আহার দেন

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ

অ হু অছ্ ছামীউল্ আলীম্। অলাএন্ ছাআলতাহুম্ মান্ খালাক্কাছ্ ছামা-অ-তে অল্
আর তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। (১০) যদি (হে নবী !) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশ-মণ্ডলী

الْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

আর্‌দ্বা অ ছাখ্যারাশ্ শামছা ওল্ ক্বামারা লায়্যাক্কুলোন্নাল্লাহ্। ফাআন্না- ইউফাকূন্ ?
ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে এবং কে সূর্য্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করিয়াছে তবে তাহা নিশ্চয় বলিবে—আল্লাহ্। (এতৎসত্বেও) তাহারা কোথায় ভুলিয়া চালিত হইতেছে ? (১১)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ

অল্লা-হো য়্যাব্‌ছোতোর্ রেয্‌ক্বা লেমাঁইয়্যাশা—ও মেন্ এবা-দেহী- অ য়্যাকদেরো লাহ্।
আর আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দার মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে প্রচুর ও অপ্রচুর আহার দেন।

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ

ইন্নাল্লা-হা বেকুল্লে শাইয়েন্ আলীম্। অলা এন্ ছায়ালতাহুম্ মান্ নায্‌যালা
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। আর যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا

মেনাছ্ ছামা—এ মা—আন্ ফাআহ্‌য়্যা- বিহিল্ আর্‌দ্বা মেম বা'দে মাও্‌তেহা-
আকাশ হইতে পানী বর্ষণ করে যদ্দারা তিনি উহার মৃত্যুর (শুষ্ক হওয়ার) পর পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন

(১০) এছলামের প্রাথমিক যুগে যখন উহা সুপ্রতিষ্টিত হয় নাই তখন নবদীক্ষিত মোসলমানগণ সর্ব্বত্র কাফেরগণের প্রভাবাধীন থাকিত। তাহারা মোসলমানদিগকে একক আল্লাহ্‌ তায়ালার উপাসনা করিতে নিষেধ করিত। এবম্বিধ কারণে আল্লাহ্‌ তায়ালার ইঙ্গিতমোতাবেক হজরত নবী করীম (দঃ) কতিপয় মোসলমানসহ মদীনায় গমন করিলেন। অবশিষ্ট মোসলমান অন্ন সংস্থানের আশঙ্কায় পূর্ব্বের ন্যায় কাফেরগণের আধিপত্য স্বীকার করিয়া মক্কায় অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্‌ তায়ালার নির্দ্দেশ হইল---'তোমরা জীবিকার্জ্জনের লালসায় কাফেরগণের বশ্যতা স্বীকার করিতেছ কেন ? আমিত তোমাদের আহারের সংস্থানকারী, অতএব তোমরা তাহাদের প্রভাবাধীন হইতে বহির্গত হইয়া পড়'।

ملک خدا تنگ نیست - پائے گدا لنگ نیست

আল্লার রাজ্যসীমার অন্ত নাই আর ফকিরের পদক্ষেপের বিরাম নাই।

(১১) পবিত্র কোরআনের কোন কোন স্থানে আল্লাহ্‌ তায়ালা চন্দ্র ও সূর্য্যকে মানবের 'আজ্ঞাবাহী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ মানুষের বহুবিধ পার্থিব কার্য্য ও সূর্য্যে সাহায্যে

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

লায়্যাকূলোন্নাল্লাহ্। কোলেল্ হাম্‌দো লিল্লাহ্। বাল্ আক্‌ছারোহুম্ লা- য়্যা'ক্বেলূন্। ৫২

নিশ্চয় তাহারা বলিবে—আল্লাহ্। তুমি বল, আলাহ্‌র জন্যই সমূহ প্রশংসা। বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝে না। (১২)

৬ রুকু

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ

অমা- হা-জেহিল্ হায়্যা-তোদ দুন্‌য়্যা— ইল্লা লাহ্‌বোঙ্ অ লায়েব্। অ ইন্নাদ্দারাল্

এই পার্থিব জীবন অর্থহীন ক্রীড়া-কৌতুকময় ছাড়া আর কিছুই নহে। আর অবশ্য

الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي

আ-খেরাতা লাহেয়্যাল্ হায়্যাঅনো। লাও্ কা-নূ য়্যা'লামূন্। ফাএজা রাকেবূ ফিল্

পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, (ইহাও) যদি তাহারা জানিত! অতঃপর যখন তাহারা

الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ۬ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ

ফোল্‌কে দাআ'বোল্লা-হা মোখ্‌লেছীনা লাহুদ্দীনা, ফালাম্মা নাজ্‌জাহুম্ এলাল্ বারে্

জাহাজে আরোহণ করিল তখন তাহারা আন্তরিকতার সহিত তাঁহারই ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া আল্লাহ্‌কে আহ্বান করিল তারপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া (সমূদ্র হইতে) স্থলে উপনীত করিলেন

اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۙ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚۛ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۟

এজা হুম্ ইয়্যোশ্‌রেকূন্। লেয়্যাক্‌ফোরূ বেমা— আ-তায়্‌না-হুম্, অ লেয়্যাতামাত্তায়্,

তখন তাহারা অংশীস্থাপন করিতে লাগিল। এইজন্য যে, আমার প্রদত্তের প্রতি তাহারা অমান্য করিবে, আরও এই জন্য যে, তাহারা (কিছুদিন জগতে) সুখ-সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا

ফাছাও্ফা য়্যা'লামূন্। আ অলাম্ য়্যারাও আন্না জায়াল্‌না- হারামাম্ আ-মেনাঙ্

অতএব তাহারা শীঘ্রই (ইহার পরিণাম) আগত হইবে। তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, নিশ্চয় আমি 'হরম' (মক্কা)কে নিরাপদ স্থান করিয়াছি

সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন চন্দ্রালোক, সূর্য্যতাপ, ঋতুর পরিবর্ত্তন, ফল-ফুল শস্যাদির পরিপক্ক হওয়া ও সময়ের হিসাব নিকাশ ইত্যাদি। সুতরাং উহাদিগকে এস্থলেও 'আজ্ঞাবাহী' বলিয়া অভিহিত করা বিচিত্র নয়।

(১২) আল্লাহ তায়ালাকে ধন্যবাদ যে, তোমার জ্ঞানচক্ষুর জ্যোঃতি নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই, অবশ্য উহা মন্দিভূত হইলে উহাকে সতেজ করিতে পারিলে আবার উহা পূর্ণমাত্রায় জ্যোঃতিস্মান হইয়া উঠে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ লোক বিবেকের সদ্ব্যবহার করেনা বা উহাকে সতেজ করিবার চেষ্টা করে না।

وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ

অ ইয়্যাতাখাত্তাফোন্না-ছো মেন্ হাও্লেহিম্। আফাবিল্ বা-তেলে ইউ্মেনূন।

এবং লোকসকলকে তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে ধৃত করিয়া লইয়া যাওয়া হয়? তাহারা কি মিথ্যা (উপাস্য) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে

وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ○ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

অ বেনে'মাতেল্লা-হে য়্যাক্ফোরূন্। অমান্ আজ্লামো মেম্মানেফ্তারা-আলাল্লা হে

ও আল্লাহর দানের অকৃতজ্ঞতা করিতেছে? (১৩) তাহার অপেক্ষা মহাপাপী আর কে আছে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে

كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ط اَلَيْسَ فِيْ

কা-জেবান্ আও্ কাজ্জাবা বেল্ হাক্কে লাম্মা- জ্বা—আহ্? আলায়্ছা ফী

অথবা যে ব্যক্তি তাহার নিকট সত্যবানী আসিবার পর উহাকে মিথ্যা জ্ঞান করে? ধর্ম্মদ্রোহীদের

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

জ্বা-হান্নামা মাস্অল্ লিল্ কা-ফেরীন্? অল্লাজীনা জ্বা-হাদূ ফীনা- লানাহ্দেয়ান্নাহুম্

জন্যই কি দোজখে বাসস্থান হইবে না? আর যাহারা আমার ধর্ম্মে (কার্য্যের) প্রচেষ্টা করিল আমিও তাহাদিগকে

৬ ৩ / ৭ রুকু

سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ع

ছোবোলানা-। অইন্নাল্লা-হা লামায়াল্ মোহ্ছেনীন্। ৎ

আমার পথসমূহ প্রদর্শন করিব। (১৪) আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্ম্মশীলদের সঙ্গী।

(১৩) পবিত্র কা'বাগৃহ নির্ম্মিত হওয়া অবধি সকলেই উহার সম্মান করিয়া আসিতেছে হজরত নবী করীম (দঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও লোক ভক্তিসহকারে উহার সন্দর্শন করিত। তখন যদিও সমগ্র আরবে হত্যাকাণ্ড, চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি অন্যায়কার্য্য অব্যাহতভাবে চলিত। তথাপি কাবাগৃহের সম্মানার্থ মক্কা শহরে কেহ অশান্তি—উপদ্রব করিত না। কিন্তু মক্কার চতুঃপার্শ্বের অধিবাসীরা নিরাপদে থাকিতে পারিত না। অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত থাকিত, সুযোগমত যে যাহাকে পারিত ক্রীতদাসরূপে রাখিত বা বাজারে বিক্রয় করিত।

(১৪) 'আমার পথসমূহ' অর্থে ব্যাপক মর্ম্ম বুঝায়। কোন ব্যক্তি অন্তরিকভাবে কোন সৎপথ অবলম্বনের প্রচেষ্টা করিলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে সেই সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। 'আমার পথসমূহ' অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে এমন পথে চলিবার শক্তি প্রদান করি যে পথে চলিলে তাহারা আমার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে।

ছুরা—রূম

মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

এই ছুরায় ৬ রুকু ও ৬০ আয়ত।

الٓمّٓ ۚ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۙ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ

আলিফ্‌- লা—ম্ মী—ম্। গোলেবাতের্‌রূমো, ফী— আদ্‌নাল্ আর্‌দ্বে অহুম্

আলিফ-লা—ম্- মী—ম্। নিকটবর্ত্তী দেশে (পারস্যে) রোমকগণ (পারস্যবাসী অগ্নিপূজকের নিকট) পরাজিত হইল, আর তাহারা

مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۚ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ

মেম্ বা'দে গ্বালাবেহিম্ ছায়্যাগ্ব্‌লেবুনা, ফী বেদ্ব্‌য়ে ছেনীন্। লিল্লা-হেল্ আম্‌রো মেন্

তাহাদের পরাজয়ের পর কয়েক বৎসরের মধ্যে সত্বরই বিজয় লাভ করিবে। আল্লারই জন্য (ইচ্ছাধীন) উক্ত ব্যাপার

قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ

ক্কাব্‌লো অ মেম্ বা'দ। অ য়্যাও্‌মাএজেঁই য়্যাফ্‌রা-হোল্ মো'মেনূনা, বেনাছরিল্লাহ্।

(জয়-পরাজয়) ইহার পূর্ব্বে ও পরে। আর সেদিন (যে দিন রোমকগণ বিজয়ী হইবে) ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ আল্লাহর সাহায্যে সন্তুষ্টিলাভ করিবে।

يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا

য়্যান্‌ছোরো মাঁই য়্যাশা—ও। অ হুল্ আযীযোর্‌রাহীম্। অ'দাল্লাহ্। লা-

যাহাকে ইচ্ছা তিনি সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী করুণাময়। (ইহা) আল্লাহর অঙ্গীকার।

يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ يَعْلَمُوْنَ

ইয়োখ্‌লেফোল্লা-হো অ'দাহূ অলা- কেন্না আক্‌ছারান্না-ছে লা- য়্যা'লামূন্। য়্যা'লামূনা

—আল্লাহ তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জ্ঞান রাখেনা (১) তাহারা

ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ○

জা-হেরাম্ মেনাল্ হায়্যা-তেদ্দুন্‌য়্যা-, অহুম্ আনেল্ আ-খেরাতে হুম্ গ্বা-ফেলূন্।

(শুধু) পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়ে জ্ঞান রাখে, অথচ তাহারা পরকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

(১) হজরত নবী করীম (দঃ)-এর প্রাথমিক যুগে সাম্রাজ্য খৃষ্টানদের এবং পারস্য অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের অধীন ছিল। সে সময় উক্ত শক্তির মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যদিও এই যুদ্ধ

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ

আ অলাম্ ইয়্যাতাফাক্কারু ফী— আন্‌ফোছেহিম্, মা- খালাকাল্লা-হোছ্ ছামা-অ-তে

তাহারা কি নিজ নিজ অন্তরে মনোনিবেশ করে নাই যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ

অল্ আর্‌দ্বা অমা- বায়্‌নাহুমা— ইল্লা- বিল্ হাক্ক্‌কে অ আজ্বালেম্ মোছাম্মা ? অইন্না

ও বিশ্বজগৎ এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী যাহা কিছু সৃজন করিয়াছেন ন্যায়ভাবে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আর নিশ্চয়

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۝ أَوَلَمْ يَسِيرُوا

কাসীরাম্ মিনান্নাছে বেলেক্কা—এ রাব্বেহিম্ লাকা-ফেরূন্। আ অলাম্ য়্যাছীরূ

অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইতে (সম্পূর্ণ) অমান্য করে। তাহারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া

فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

ফিল্ আর্‌দ্বে ফাইয়্যান্‌জোরূ কায়্‌ফা কা-না আ-ক্বেবাতোল্ লাজীনা মেন্ ক্বাব্‌লেহিম্ ?

লক্ষ্য করে নাই যে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের কিরূপ (মন্দ) পরিণাম ফল হইয়াছিল ?

আরব সীমান্ত ইরাকপ্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল এবং আরববাসীদের ইহাতে কোন সম্পর্ক ছিলনা তথাপি মোসলমানগণ রোমক শক্তির জয়কামনা করিত কারণ তাহারা ধর্ম্মগ্রন্থধারীদের অন্তর্গত ছিল। পক্ষান্তরে আরবের মোশ্‌রেকগণ পারস্য সম্রাটের জয়কামনা করিত যেহেতু তাহারাও অগ্নিপূজকদের ন্যায় কল্পিত উপাস্যের উপাসনা করিত। ঘটনাচক্রে পারস্যশক্তি জয়ী হওয়ায় মোশ্‌রেকগণ অতিমাত্রায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মোসলমানদিগকে উপহাস-বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। আলোচ্য আয়তগুলিতে পূর্ব্ব হইতেই আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়া দিলেন যে, যদিও রোমকশক্তি পরাজয়বরণ করিয়াছে তথাপি তাহারা মাত্র কয়েক বৎসর পরেই জয়লাভে সমর্থ হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে তাহাই হইল।

বর্ণিত ঘটনা ঐতিহাসিক দূরদর্শিতার জলন্ত নিদর্শন! যুদ্ধে দুই বিরাট শক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে স্থিরসিদ্ধান্ত করা মানবশক্তির অতীত। অথচ হজরত নবী করীম (দঃ) উভয়ের সামরিক শক্তি পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই বা তাহাদের শক্তি সম্বন্ধে অবগতও ছিলেন না। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, তিনি তাহাদের শক্তি সামর্থ অবগত ছিলেন এবং উহাকে অহীরূপে ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতের জয় পরাজয় সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তথাপি ইহা তাঁহার 'রেছালৎ' বা প্রেরিতত্বের অকাট্য প্রমাণ মানিতে হইবে।

আলোচ্য আয়তগুলির শেষাংশে 'কিন্তু অধিকাংশ লোক জ্ঞান রাখেনা' এই বাক্যটীর মর্ম্ম অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। পৃথিবীর সমূহ কার্য্য একটা না একটা কারণ বা অবলম্বনের উপর নির্ভর করে সত্য কিন্তু সমূহের মূলীভূত কারণ পবিত্র আল্লাহ্। লোক বাহিক 'উপায়'কে অবলম্বন করিয়া আল্লাহ্ হইতে উদাসীন হইয়া ধোঁকায় পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ছোট-বড় সকল কার্য্যের মূলে আছে আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা। লোক ইহা বিস্মৃত হইয়া অন্য অবলম্বনের উপর নির্ভরশীল হয় এবং বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ

কা-নূ— আশাদ্দা মেন্‌হুম্ কূ্অতাঙ্ অ আসারুল্ আর্‌দ্বা অ আমারূহা— আক্‌সারা

তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাষাবাদ করিয়াছিল ও বসতি করিয়াছিল

مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط فَمَا كَانَ اللّٰهُ

মিম্মা- আমারূহা অ জ্বা—আৎহুম্ রোছোলোহুম্ বিল্ বাইয়্যেনা-ৎ। ফামা- কা-নাল্লা-হো

যে পরিমাণ ইহারা উহাতে বসতি করিয়াছে এবং তাহাদের নিকট তাহাদের রছুলগণ প্রকাশ্য প্রমাণ (মোজেযাহ্)সহ আসিয়াছিলেন (কিন্তু তাহারা অমান্য করিয়া কৃতকর্ম্মের শাস্তি পাইয়াছিল) সুতরাং

لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ؕ ثُمَّ كَانَ

লেয়্যাজ্‌লেমাহুম্ অলা- কেন্ কা-নূ-- আন্‌ফোছাহুম্ য়্যাজ্‌লেমূন্। ছুম্মা কা-না

আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অবিচার করেন নাই কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। পুনরায়

عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

আ-কেবাতাল্ লাজীনা আছা—উছ্ ছূ—আ— আন্ কাজ্জাবু বে আ-য়্যা-তিল্লা-হে

যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহাদের পরিণামও মন্দ হইয়াছিল কেন না তাহারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জানিত

وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ؑ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

অ কা-নূ বেহা- ইয়্যাছ্‌তাহ্‌যেউন্।ع আল্লা-হো ইয়্যাব্‌দাউল্ খাল্‌কা ছুম্মা ইয়োয়ীদোহূ　৫ ৪/৯ রুকু

ঐ সমূহকে বিদ্রূপ করিত। আল্লাহ্-ই সৃষ্টিকে প্রথমবার সৃজন করেন পুনরায় উহাকে দ্বিতীয়বার সৃজন করিবেন

ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ

ছুম্মা এলায়্‌হে তোর্‌জ্বাউন্। অ য়্যাওমা তাকুমোছ্ ছা-আতো ইয়োব্‌লেছোল্

আবার তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। (২) আর যে দিবস কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে সেদিবস পাপীগণ হতাশ হইয়া

الْمُجْرِمُوْنَ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا

মোজ্‌রেমুন্। অলাম্ ইয়্যাকোল্ লাহুম্ মেন্ শোরাকা—এহিম্ শোফাআ—ও অ কা-নূ

পড়িবে। এবং তাহাদের (শরীকগণ) উপাস্যগণের কেহও সোপারিশ করিবেনা আর তাহারাও শরীকগণের

(২) ছুরা নমলের পঞ্চম রুকুতে অনুরূপ আয়ত আছে। তথাকার টীকা দ্রষ্টব্য।

بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ

বেশোরাকা—এহিম্ কা-ফেরীন্। 'অ ইয়্যাও্‌মা তাকুমোছ ছা-আতো ইয়্যাও্‌মায়েজেঁই

অস্বীকার করিবে। (৩) যে দিবস কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে সেদিবস লোকসকল

يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ

ইয়্যাতাফার্‌রাকুন্। ফাআম্মাল্ লাজীনা আ-মানূ অ আমেলুছ্ ছা-লেহা-তে ফাহুম্ ফী

পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। সুতরাং যাহারা ধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া সৎকার্য্য করিয়াছে তাহারা

رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

রাওদ্বাতেঁই ইয়্যোহ্‌বারূন্। অ আম্মাল্ লাজীনা কাফারূ অ কাজ্‌জাবূ বে আ-য়্যা-তেনা

বেহেশ্‌ত উদ্যানে উপভোগ করিতে থাকিবে। আর যাহারা ধর্ম্মদ্রোহীতা করিয়া আমার নিদর্শনসমূহ

وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝

অ.লেক্বা—এল্ আ খেরাতে ফাউলা—একা ফিল্ আজা-বে মোহ্‌দ্বারূন্

ও পরকালে আমার সমীপে উপস্থিত হওয়া মিথ্যাজ্ঞান করিয়াছে সুতরাং তাহারাই শাস্তিতে পতিত হইয়া উপস্থাপিত হইবে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ

ফাছোব্‌হা-নাল্লা-হে হীনা তোম্‌ছূনা অ হীনা তোছ্‌বেহুন্। অলাহুল্ হাম্‌দো

অতএব তোমরা যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও ও প্রত্যুষে উপনীত হও তখন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর।—আর তাঁহারই জন্য

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝ يُخْرِجُ

ফিছ্ ছামা-অ-তে অল্ আরদ্বে অ আশীআঙ্ অ হীনা তোজ্‌হেরূন্। ইয়্যোখ্‌রেজুল্

আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতে সমূহ প্রশংসা, আরও তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমরা দ্বিপ্রহরে উপনীত হও। (৪) তিনি

(৩) কেয়ামতের দিবস কল্পিত উপাস্য ও উপাসক উভয় দলের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হইবে। একে অপরকে মিথ্যাবাদী ও দোষী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিবে।

(৪) 'পবিত্রতা ঘোষণা কর' হইতে শুধু আল্লাহ্‌ তায়ালার স্মরণ অথবা দিবারাত্রির পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ এই মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়। কারণ, নামাজেও আল্লাহ্‌ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ করায় আলোচ্য আয়ত স্থলে নামাজ অর্থ গ্রহণ করার সমর্থন করিতেছে। تمسون হইতে মগরিব ও এশা, تصبحون হইতে ফজর عشيا হইতে আছর ও تظهرون হইতে জোহরের ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ করিতেছে।

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي

হাইয়্যা মেনাল্ ম্যাইয়্যেতে অ ইয়্যোখ্‌রেজুল্ ম্যাইয়্যেতা মেনাল্ হাইয়্যে অ ইয়্যোহ্‌য়ীল্

মৃত হইতে জীবন্ত বহির্গত করেন ও জীবন্ত হইতে মৃত বহির্গত করেন (৫) এবং তিনিই

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ　৫ ২ রুকু

আর্‌দ্বা বা'দা মাও্‌তেহা। অ কাজা-লেকা তোখ্‌রাজুন্। ৪ অ মেন্ আ-য়্যা-তেহী—

পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। আর এইরূপেই তোমাদিগকে (মৃত্যুর পর) বহির্গত করা হইবে। আর তাঁহার (মহিমার) অন্যতম নিদর্শন

أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ۝ وَمِنْ

আন্ খালাক্বাকুম্ মেন্ তোরা-বেন্ ছুম্মা এজা— আন্তুম্ বাশারোন্ তান্‌তাশেরূন্। অমেন্

এই যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছে পুনরায় এখন তোমরা মানবরূপে বিস্তার লাভ করিতেছ। আর

آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا

আ-য়্যা-তেহী— আন্ খালাক্বালাকুম্ মেন্ আন্‌ফোছেকুম্ আয্‌ওয়াজাল্ লেতাছ্‌কোনূ—

তাঁহার অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদেরই জন্য স্ত্রীগণ সৃজন করিয়াছেন যাহাতে

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

এলায়্‌হা- অ জ্বাআলা বায়্‌নাকুম্ মাঅদ্দাতাঙ্ অরাহ্‌মাহ্। ইন্না ফী জা-লেকা

তোমরা তাহাদের সহিত (সঙ্গলাভে) শান্তি পাইতে পার এবং তিনি তোমাদের (উভয়ের) মধ্যে সখ্যতা ও মমত্ব প্রদান করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহাতে

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ

লাআ-য়্যা-তেল্ লেকাও্‌মেঁই য়্যাতাফাক্‌কারূন্। অ মেন্ আ-য়্যা-তেহী- খাল্‌কোছ্

চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। আরও তাঁহার (মহিমার) অন্যতম নিদর্শন—

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ

ছামা-অ-তে অল্ আর্‌দ্বে অখ্‌তেলা-ফো আল্‌ছেনাতেকুম্ অ আল্‌ওয়ানেকুম্। ইন্না

আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাসাসমূহ ও (গাত্র) বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হওয়া। নিশ্চয়

(৫) মৃত হইতে জীবিত ও জীবিত হইতে বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সাধারণ উদাহরণ স্বরূপ ডিম্বের প্রথম অবস্থা; উহা প্রথম জীবিত পক্ষী হইতে মৃতবৎ নির্গত হয় পুনরায় উহা হইতে জীবন্ত পক্ষী শাবকের উৎপত্তি হয়।

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ

ফী জা-লেকা লাআ-য়্যা-তেল্‌লিল্ আ-লেমীন্। অমেন্ আ-য়্যা-তেহী- মানা-মোকুম্

হইাতে বিশ্বজগতের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। আরও তাঁহার অন্যতম নিদর্শন তোমাদের নিদ্রা যাওয়া

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

বিল্ লায়্‌লে অন্নাহা-রে অব্‌তেগা—ওকুম্ মেন্ ফাদ্‌লিহ্ ইন্না ফী জা-লেকা

দিবা ও রজনীতে এবং তাঁহার অনুগ্রহ (আহার) অন্বেষণ করা। নিশ্চয় ইহাতে (হৃদয়ের কর্ণে)

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ

লা আ-য়্যা-তেল্ লেক্বাও্‌মেঁই ইয়্যাছ্‌মাউন্। অমেন্ আ-য়্যা-তেহী- ইয়োরীকুমোল্

শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। আরও তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগকে 'ভয় ও আশা' প্রদান করিবার জন্য

الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

বার্‌ক্বা খাও্‌ফাঙ্ অ ত্বামাআঙ্ অ ইয়োনায্‌যেলো মেনাছ্ ছামা—এ মাআন্—

বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন (৬) এবং আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করেন

فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

ফাইয়োহ্‌য়ী বেহিল্ আর্‌দ্বা বা'দা মাও্‌তেহা। ইন্না ফী- জা-লেকা লা- আ-য়্যা-তেল্

অতঃপর তদ্দারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চয়ই ইহাতে

لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ

লেক্বাও্‌মেঁই য়্যাক্বেলুন্। অ মেন্ আ-য়্যা-তেহী— আন্ তাক্বুমাছ্ ছামা—ও

নিদর্শন রহিয়াছে। আরও তাঁহার অন্যতম নিদর্শন—তাঁহার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী

وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ق مِّنَ الْاَرْضِ ق اِذَآ

অল্ আর্‌দ্বো বেআম্‌রেহ্। ছুম্মা এজা- দাআ'কুম্ দা'অতাম্, মেনাল্ আর্‌দ্বে এজা—

সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পুনরায় তিনি যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে একবার আহ্বান করিবেন তখনই

اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ

আন্তুম্ তাখ্‌রোজুন্। অলাহূ মান্ ফিছ্‌ছামা—অ-তে অল্ আর্‌দ্ব্। কুল্লোল্ লাহূ

তোমরা বহির্গত হইবে। আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতে যাহা আছে সবই তাঁহার জন্য। সমূহ তাঁহারই

(৬) বিদ্যুৎপতনে লোকে ভীত হয়, আবার কখনও আশান্বিতও হয়। কারণ উহা যাহাতে পতিত হয় তাহাকে দগ্ধীভূত করিয়া ভস্মে পরিণত করে, আবার উহার পতনের পরক্ষণে বারিধারা নামিয়া উহার আকাঙ্ক্ষীদের আশান্বিত করিয়া তুলে।

فَانِتُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ
কা-নেতূন্। অ হুঅল্ লাজী য়্যাব্‌দাউল্ খাল্‌কা ছুম্মা ইয়্যোয়ী'দোহু অ হুওয়া আহ্‌অনো
(আদেশের) আজ্ঞাবহ। আর তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম সৃজন করেন পুনরায় উহাকে দ্বিতীয়বার সৃজন করিবেন এবং ইহা তাঁহার জন্য

عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ
আলায়্‌হে। অলাহুল্ মাসালোল্ আ'লা ফিছ্ ছামা-অ-তে অল্ আর্‌দ্বে, অহুঅল্
অত্যধিক সহজ। এবং পৃথিবী ও আকাশে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পদমর্য্যাদা; এবং তিনি

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ع ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ ৪ | ৬ | ৩ রুকু
আযীযোল্ হাকীম্। ৪ দ্বারাবা লাকুম্ মাসালাম্ মেন্ আন্‌ফোছেকুম্। হাল্ লাকুম্
পরাক্রমশালী জ্ঞানী। তিনি তোমাদের (অবস্থা) হইতে এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।—যে,

مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ
মেম্ মা- মালাকাৎ আয়্‌মা-নোকুম্ মেন্ শোরাকা—আ ফীমা- রাযাক্‌নাকুম্ ফাআন্তুম্
আমি যাহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি তাহাতে কি তোমাদের ক্রীতদাসগুলি অংশীদাররূপে

فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ط كَذٰلِكَ
ফীহে ছাঅ—উন্ তাখা-ফুনাহুম্ কাখীফাতেকুম্ আন্‌ফোছাকুম্। কাজা-লেকা
তোমাদের সমকক্ষ হইবে (বরং) তাহাদিগকে এরূপ আশঙ্কা কর যেমন তোমাদের সমশ্রেণীকে আশঙ্কা কর ? (৭) এইরূপে

نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا
নোফাছ্‌ছেলোল্ আ-য়্যা-তে লেক্বাও্‌মেইঁ য়্যা'ক্বেলূন্। বালেত্তাবায়াল্ লাজীনা জালামূ--
আমি বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য আয়তসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। বরং অত্যাচারিগণ না জানিয়া তাহারা

اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَا لَهُمْ
আহ্‌অ— আহুম্ বেগায়্‌রে এল্‌মেন্, ফামাঁই য়্যাহ্‌দী মান্ আদাল্লাল্লা-হ্। অমা- লাহুম্
তাহাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে, অতএব আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন তাহাকে কে সৎপথ দেখাইবে ? আর তাহাদের জন্য

(৭) হে আল্লাহ্ তায়ালার সমকক্ষকারীগণ ! তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসদিগকেই তোমাদের সমপর্য্যায়ে আনিতে চাহনা অথচ তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য যে, তোমরা তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া অনুগ্রহপ্রার্থী করিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যেরূপ আহার কর তাহাদিগকে তদ্রূপ আহার করিতে দাও না, তোমরা নিজেদের জন্য যাহা কর তাহাদের জন্য তাহা কর না—কোন ব্যাপারে তোমরা তাহাদিগকে সমতুল্য জ্ঞান কর না। তাহা হইলে আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় সৃষ্টিকে কেন তাঁহার সমতুল্য হইতে দিবেন ?

مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ

মেন্ না-ছেরীন্। ফাআকেম্ অজ্হাকা লেদ্দীনে হানীফা-। ফেত্‌রাতাল্লা-হেল্লাতী
কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। অতএব (হে নবী!) তুমি সত্যাশ্রয়ী নিষ্ঠাবানরূপে সত্য ধর্ম্মে অটুট থাক।—আল্লাহ্‌র এছলামের (৮) (প্রকৃতির) উপর যাহার উপর

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ

ফাত্বারান্নাছা আলায়্‌হা-। লা- তাব্‌দীলা লেখাল্‌কেল্লাহ্। জা-লেকাদ্দীনোল্
আল্লাহ্ মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃজনে কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই। ইহাই সুপ্রতিষ্টিত

الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ

ক্বাই্য়েমো, অলা-কেন্না আক্‌সারান্না-ছে লা- য়্যা'লামূনা, মোনীবীনা এলায়্‌হে
সত্যধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝেনা; (৯) (হে মানব!) তোমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী-রূপে (এছলামে অটুট থাক)

وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ مِنَ الَّذِيْنَ

অত্তাক্বুহো অ আক্বীমুছ্‌ ছালা-তা অলা- তাকূনু মেনাল্ মোশ্‌রেকীনা, মেনাল্ লাজীনা
আর তোমরা তাঁহাকে ভয় কর ও নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না, যাহারা

فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۭ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

ফার্‌রাক্বু দীনাহুম্ অ কা-নু শেয়্যাআ। কুল্লো হেয্‌বেম্ বেমা- লাদায়্‌হিম্ ফারেহূন্।
বিভিন্ন দলভুক্ত হইয়া তাহাদের (প্রকৃত স্বভাবিক) ধর্ম্মকে পৃথক পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক দল তাহাদের নিকট যাহা (ধর্ম্ম) আছে তাহাতেই তাহারা উল্লাসিত।

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ

অ এজা- মাছ্‌ছান্না-ছা-দ্বোর্‌রোন্ দাআও্ রাব্বাহুম্ মোনীবীনা এলায়্‌হে ছুম্মা এজা—
আর যখন মানুষ দুঃখে পতিত হয় তখন তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনকারীরূপে তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে পুনরায় যখন

(৮) 'আল্লাহ্‌র প্রকৃতি' অর্থে তফসীরকারগণ এছলামকে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে হজরত নবী করীম (দঃ)-এর প্রিয় সহচর হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা সমধিক উল্লেখযোগ্য। এবং সেই হাদিছ অনুযায়ী 'ফেৎরাতুল্লাহ' বা 'আল্লাহ্ প্রকৃতি'কে এছলাম বলাই যুক্তিযুক্ত কারণ জগতে এক-মাত্র এছলামই মানবের প্রকৃতিগত সত্যধর্ম্ম।

(৯) আল্লাহ্ তায়ালা মানবের অন্তকরণকে এরূপ উপাদানের সৃষ্টি করিয়াছেন যে মানুষ একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে স্বতঃই সে আল্লাহ্ তায়ালাকে স্বীকার করিতে বাধ্য; কিন্তু উদাসীনতা মানুষকে সে চিন্তা করিবার সুযোগ দেয় না।

أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۙ

আজা-ক্বাহুম্ মেন্‌হু রাহ্‌মাতান্ এজা- ফারীক্বোম্ মেন্‌হুম্ বেরাব্বেহিম্ ইয়োশ্‌রেকূনা,

তিনি তাহাদিগকে অনুগ্রহের আস্বাদ গ্রহণ করান তখন তাহাদের একদল তাহাদের প্রভুর সহিত অংশীস্থাপন করে,—

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ أَمْ

লেয়্যাক্‌ফোরূ বেমা— আ-তায়্‌না-হুম্। ফাতামাত্তায়্‌, ফাছাও‌ফা তা'লামূন্। আম্

আমি যাহা তাহাদের প্রতি প্রদান করিয়াছি তাহাতে অকৃতজ্ঞতা করিবার জন্যই (১০) অতঃপর তোমরা পার্থিব সম্পদ উপভোগ করে (পরেই তোমাদের কৃতকর্ম্মের ফল) সত্বর তোমরা জানিতে পারিবে।

أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ

আন্‌যাল্‌না- আলায়্‌হিম্ ছোল্‌ত্বা-নান্ ফাহুওয়া য়্যাতাকাল্লামো বেমা- ক্বা-নূ বেহী-

আমি কি তাহাদের প্রতি এরূপ 'সনদ' অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদিগকে

يُشْرِكُونَ ۝ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ

ইয়োশ্‌রেকূন্? অ এজা— আজাক্ব্‌নান্না-ছা রাহমাতান্ ফারেহূ বেহা-। অইন্

অংশীস্থাপন করিতে বলে? আর আমি যখন মানবকে অনুগ্রহের আস্বাদ গ্রহণ করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়। আর যদি

تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۝

তোছেব্‌হুম্ ছাইয়্যেয়াতোম্ বেমা- ক্বাদ্দামাৎ আয়্‌দীহিম্ এজা- হুম্ য়্যাক্‌নাত্বূন্।

তাহাদের উপর তাহাদের স্বহস্ত কৃতকার্য্যের বিনিময়ে কোন বিপদ আপতিত হয় তখন তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ

আওলাম্ য়্যারাও্ আন্নাল্লা-হা য়্যাব্‌ছোত্বোর্‌রেয্‌ক্বা লেমাঁইয়্যা-শা—ও অ য়্যাক্‌দের্?

তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে প্রচুর আহার দেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে অপ্রচুর আহার দেন?

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ

ইন্না ফী জা-লেকা লাআ-য়্যা-তেল্ লেক্বাও্‌মেঁই ইউমেনূন্। ফাআ-তেজাল্ ক্বোর্‌বা-

নিশ্চয় ইহাতে ধর্ম্মবিশ্বাসি সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে সুতরাং নিকট আত্মীয়

(১০) আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত দানকে অন্যের দান জ্ঞান করা চরম অকৃতজ্ঞতা।

حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ

হাক্কাহু অল্ মিছ্কীনা অব্নাছ্ ছাবীল্। জা-লেকা খায়্রোল্ লেল্লাজীনা ইয়্যোরীদূনা

ও নিঃস্ব এবং পথিককে তাহাদের প্রাপ্য দাও। যাহারা আল্লা'র সন্তুষ্টি কামনা করে

وَجْهَ اللّٰهِ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا

এজ্হাল্লা-হে, অ উলা—একা হুমোল্ মোফ্লেহূন্। অমা— আ-তায়্তুম্ মেরে্‌বাল্

তাহাদের জন্য ইহা উত্তম, এবং তাহারাই কল্যাণপ্রাপ্য হইবে। আর যাহা তোমরা সুদ দিতেছ

لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ

লেয়্যার্‌বুঅ ফী— আম্ অ-লেন্না-ছে ফালা- য়্যার্‌বু্ এন্দাল্লা-হে, অমা-- আ-তায়্তুম্ মেন্

লোকের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া ফলতঃ উহা আল্লা'র নিকট বর্দ্ধিত হয় না, আর যাহা তোমরা

زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝ اَللّٰهُ

যাকা-তেন্ তোরীদূনা অজ্হাল্লা-হে ফাউলা—একা হুমোল্ মোদ্বয়েফূন্। আল্লা-হোল্-

আল্লা'র সন্তুষ্টি কামনা করিয়া যাকাৎ প্রদান কর, তাহারাই (তাহাদের প্রদত্তকে আল্লাহ্‌র নিকট বহুগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে। (১১) আল্লাহ্ই

الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ

লাজী খালাক্বাকুম্ ছুম্মা রাযাক্বাকুম্ ছুম্মা ইয়্যোমীতোকুম্ ছুম্মা ইয়্যোহ্য়ীকুম্।

তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় তিনি তোমাদিগকে জীবিকা দিয়াছেন আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান ; পুনরায় তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন।

هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ

হাল্ মেন্ শোরাকা—একুম্ মাঁই য়্যাফ্আলো মেন্ জা-লেকুম্ মেন্ শাইয়্? ছোব্হানাহূ

তোমাদের (মানিত) শরীকগণ কি ইহার মধ্যে কিছু করিতে সক্ষম ? তাহারা

৫ / ৭ / ৪ রুকু
وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অ তায়া-লা- আম্মা ইয়্যোশ্রেকুন্। ৫ জাহারাল্ ফাছা-দো ফিল্‌বার্‌রে অল্ বাহ্‌রে

যে যে বিষয়ে (আল্লা'র) অংশীস্থাপন করিতেছে তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ও বহু উর্দ্ধে। মানবের কৃতকার্য্যের ফলস্বরূপ স্থলভাগে

(১১) আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম কয়েক প্রকারে গ্রহণ করা যায়। প্রথমতঃ যাহা অনুবাদে গৃহীত হইয়াছে, উহার মর্ম্ম স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। দ্বিতীয়তঃ যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী তফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে, আল্লাহ্ তায়ালার নির্দ্দেশমত তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাৎ প্রদান করা হয় উহার প্রতিদান ও নেকী তাঁহার নিকট বহুগুণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফল ফুল শোভিত বৃক্ষের কথা বলা যায়।

৪০

بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

বেমা- কাছাবাৎ আয়্দিন্নাছে লেইয়োজীক্বাহুম্ বা'দ্বাল্লাজী আমেলু লাআল্লাহুম্

ও সমুদ্র (সর্ব্বত্র) অশান্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এই জন্য যে, তিনি (আল্লাহ্) তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করাইবেন যাহা তাহারা করিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহারা (এরূপ মন্দ কার্য্য হইতে)

يَرْجِعُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ইয়্যার্জেয়ূন্। ক্বোল্ ছীরূ ফিল্ আর্দ্বে ফান্জোরূ কায়্ফা কা-না আ-ক্বেবাতোল্-

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। (হে নবী !) তুমি বল—তোমার পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লক্ষ্য কর যে, পূর্ব্ববর্ত্তীদের কিরূপ (মন্দ)

الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ۝ فَأَقِمْ وَجْهَكَ

লাজীনা মেন্ ক্বাব্‌ল্। কা-না আক্সারোহুম্ মোশ্‌রেকীন্। ফাআক্বেম্ অজ্হাক্বা

পরিণাম হইয়াছিল।—তাহাদের অধিকাংশই অংশীবাদী। সুতরাং তুমি

لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ

লিদ্দীনেল্ ক্বাই্য়েমে মেম্ ক্বাব্‌লে আঁই ইয়্যাতেয়্যা ইয়্যাওমোল্ লা- মারাদ্দা লাহু,

সত্যধর্ম্মে (এছলামের) প্রতি অবিচলিত থাক—আল্লা'র তরফ হইতে সেই দিবস (কেয়ামত) আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহার কোন গতিরোধ নাই,

مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ۝ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ

মেনাল্লা-হে ইয়্যাও্মায়েজে'ই ইয়্যাছ্ছাদ্দায়ূন্।মান্ কাফারা ফাআলায়্হে কোফ্‌রোহু, অমান্

যে দিবস লোক সকল পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। যে ধর্ম্মদ্রোহীতা করিয়াছে সে তাহার ধর্ম্মদ্রোহীতার শাস্তি পাইবে, আর যাহারা

عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ

আমেলা ছা—লেহান্ ফালেআন্‌ফোছেহিম্ ইয়্যাম্‌হাদূনা, লেয়্যাজ্‌যেয়্যাল্ লাজীনা

সৎকার্য্য করিল তাহারা নিজেদের জন্যই (পরকালে) উপাদান সঞ্চয় করিতেছে, এই জন্য যে, তিনি তাঁহার অনুগ্রহে

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

আ-মানূ অ আমেলুছ্ ছা-লেহা-তে মেন্ ফাদ্‌লেহ্। ইন্নাহু লা- ইয়োহেব্বূল্

ধর্ম্মবিশ্বাসী সদানুষ্ঠানকারীদের প্রতিদান দিবেন। নিশ্চয় তিনি ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে

আর যে ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে প্রকৃত হক্‌দার অভাবীকে না দিয়া যে হক্‌দার নহে এরূপ আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে যাকাৎ প্রদান করে সে ব্যক্তির দানের প্রতিদান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট নাই। অনেক সময় লোক এই উদ্দেশ্যে লোককে দান করে যে, সে উহা বর্দ্ধিত করিয়া সময়মত উহা প্রত্যার্পণ করে। এরূপ অর্থ প্রদানকে পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় রেবা আখ্যা দিয়াছে—যাহার সাধারণ অর্থ 'সুদ'।

الْكٰفِرِيْنَ ○ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ

কা-ফেরীন্। অ মেন্ আ-য়্যা-তেহী— আঁই ইয়োর্ছেলারে'য়া-হা মোবাশ্শেরা-তেঁঙ
পছন্দ করেন না। আর তাঁহার অন্যতম নিদর্শন হইতেছে যে, তিনি বায়ু সঞ্চারণ করেন সুসংবাদরূপে (১২)

وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ

অলে ইয়োজীক্বাকুম্ মের্রাহ্‌মাতেহী- অলে তাজ্‌রেয়্যাল্ ফোল্‌কো বেআম্‌রেহী-
এই জন্য যে তিনি তোমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাইবেন,—আর এই জন্য যে, তাঁহার আদেশে জাহাজ চলিবে,

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا

অলেতাব্‌তাগু মেন্ ফাদ্বলেহী- অ লাআল্লাকুম্ তাশ্‌কোরূন্। অলাক্বাদ্ আর্ছাল্‌না-
এবং এই জন্য যে, তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ (আহার) অনুসন্ধান কর সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। আর নিশ্চয় আমি

مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

মেন্ ক্বাব্‌লেকা রোছোলান্ এলা- ক্বাও্‌মেহিম্ ফাজ্বায়ু—হুম্ বিল্ বাই্‌য়েনা-তে
তোমার পূর্ব্বে বহু রছুলকে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর তাহারা স্পষ্ট প্রমাণ (মোজেযা সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল (কিন্তু তাহারা মিথ্যা জানিল)

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

ফান্‌তাক্বাম্‌না- মেনাল্ লাজীনা আজ্‌রামু। অকা-না হাক্‌ক্বান্ আলায়্‌না নাছ্‌রোল্
তারপর আমি পাপীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। এবং ধর্ম্মবিশ্বাসীদের সাহায্য করা

الْمُؤْمِنِيْنَ ○ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا

মো'মেনীন্। আল্লা-হোল্‌লাজী ইয়োর্ছেলোরে'য়্যাহা ফাতোসীরো ছাহাবান্
আমার কর্ত্তব্য ছিল। তিনি আল্লাহ্ যিনি বায়ু সঞ্চারণ করেন তারপর উহা মেঘ বহন করে,

فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا

ফায়্যাব্‌ছোত্বোহূ ফিছ্‌ছামা—য়ে কায়্‌ফা ইয়্যাশা—য়ো অ ইয়্যাজ্‌য়া'লোহূ কেছাফান্
অতঃপর তিনি উহাকে ইচ্ছানুরূপ আকাশে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেন এবং উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেন

(১২) এই প্রাকৃতিক নিয়ম যে, বৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে সবেগে বায়ু প্রবাহিত হয় সুতরাং উহা বৃষ্টি-পাতের পূর্ব্বাভাষ। এই জন্য আল্লাহ্ তায়ালা উহাকে' সুসংবাদ বলিয়াছেন।

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ

ফাতারাল্ অদ্‌কা ইয়্যোখ্‌রোজো মেন্ খেলা-লেহী-, ফাএজা— আছা-বা বেহী- মাঁই

অনন্তর তুমি দেখিবে যে, তন্মধ্য হইতে বৃষ্টি নামিতেছে, আর যখন তিনি তাঁহার মনোনীত বান্দাদের নিকট উহা (বৃষ্টি) উপস্থাপিত

يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ

য়্যাশা—য়ো মেন্ এবাদেহী-- এজা- হুম্ ইয়্যাছ্‌তাব্‌শেরূন্। অইন্ কা-নূ মেন্ ক্বাব্‌লে

করেন তখন তাহারা আনন্দোৎফুল্ল হয়। যদিও তাহাদের উপর উহা (বৃষ্টি) অবতীর্ণ হইবার

اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۝ فَانْظُرْ

আঁই ইয়্যোনায্‌যালা আলায়্‌হিম্ মেন্ ক্বাব্‌লেহী- লামোব্‌লেছীন্। ফান্‌জোর্

পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা নিরাশ ছিল। (১৩) অতএব (হে শ্রবণকারী !) তুমি আল্লা'র

اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ

এলা— আ-সা-রে রাহ্‌মাতেল্লা-হে কায়্‌ফা- ইয়্যোহ্‌য়ীল্ আরদ্বা বা'দা মাও্‌তেহা।

অনুগ্রহ চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য কর - কিরূপে তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন (১৪)

اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ইন্না জা-লেকা লামোহ্‌য়েল্ মাও্‌তা-, অহুওয়া আলা- কুল্লে শাইয়েন্ কা-দীর্।

নিশ্চয় এইরূপেই তিনি মৃতগণকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন, আর নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিশালী।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ

অলাইন্ আরছাল্‌না- রীহান্ ফারাআও্‌হো মোছ্‌ফার্‌রাল্ লাজাল্লূ মেন্ বা'দেহী-

আর যদি আমি এরূপ বায়ু সঞ্চারণ করি অতঃপর তাহারা উহা (ক্ষেত্র, নিরস হওয়ায়) পীতবর্ণ দেখিবে তৎপর তাহারা

(১৩) বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়। উহা সূর্য্যের উত্তাপে প্রত্যেক প্রকারের সিক্ত পদার্থ বিশেষতঃ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে। পুনরায় উহা আল্লাহ্ তায়ালার ইঙ্গিত অনুযায়ী বায়ুতে ভাসমান থাকে এবং উপরিস্থিত ঠাণ্ডা লাগিয়া বাষ্প বৃষ্টি আকারে পতিত হয়। যেমন কোন পাত্রে পানি পূর্ণ করিয়া উহা অগ্নির উত্তাপে দিলে উহা বাষ্পে পরিণত হইয়া বিন্দুবত পড়িতে থাকে। মেঘ হইতে পানী বর্ষণের অবস্থাও অনুরূপ। তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে মেঘ বা পানীর উৎপত্তির সকল প্রক্রিয়াই আল্লাহ্ তায়ালার ইঙ্গিত অনুযায়ী হইয়া থাকে; তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতীত প্রকৃতির গতি অচল। সমুদ্র, সিক্তপদার্থ, সূর্য্যতাপ ও বায়ু বিদ্যমান থাকা স্বত্বেও বিশেষতঃ বর্ষা ঋতুতেও তাঁহার ইঙ্গিত না হইলে এক বিন্দু পানী পতিত হয় না। যেমন অকৃতজ্ঞ মানুষদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা বৃষ্টিপাত স্থগিত রাখেন।

(১৪) বৃষ্টির অভাবে ভূমি যখন রসহীন হইয়া শস্য উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া ফেলে তখনকার অবস্থাকে ভূমির মৃত্যু অবস্থা এবং এখন উহা বৃষ্টিপাতে সরস হইয়া নানা প্রকার শস্য, তৃণলতায় সুশোভিত হইয়া উঠে তখনকার ভূমিকে 'জীবিত, বলিয়া আল্লাহ্ তায়ালা তুলনা করিয়াছেন। এক শব্দ প্রয়োগ করিবার জন্য অর্থ গ্রহণ করার কি সুন্দর ধারা !

يَكْفُرُوْنَ ○ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ

ইয়্যাক্‌ফোরূন্। ফাইন্নাকা লা- তোছ্‌মেওল্ মাও্‌তা অলা- তোছমেওছ্‌ছোম্মাদ্দোআ--য়া

অকৃতজ্ঞতা করিতে থাকিবে। (১৫) (হে নবী!) তুমি মৃতদিগকে শ্রবণ করাইতে পারনা অথবা তুমি বধিরকে (স্বীয়) আহ্বান শুনাইতে পারনা

اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ○ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط

এজা- অলাও্ মোদ্‌বেরীন্। অমা— আন্তা বেহা-দেল উম্‌য়্যে আন্ দ্বালা-লাতেহিম্।

(বিশেষতঃ) যখন তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করে। আরও তুমি অন্ধগণকে তাহাদের ভ্রান্তিপথ হইতে সৎপথে আনয়ন করিতে পার না। (১৬)

৫ ৮ — ৫ রুকু

اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۵

ইন্ তোছ্‌মেয়ো ইল্লা- মাঁই ইউ্‌মেনো বেআ-য়্যা-তেনা ফাহুম্ মোছ্‌লেমূন্। ৫

যাহারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে তুমি তাহাদিগকে শ্রবণ করাইতে পার যেহেতু তাহারা মুসলমান—আদেশ (তোমার কথা) মান্য করে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ

আল্লা-হোল্‌লাজী খালাকাকুম্ মেন্ দো'ফেন্ ছুম্মা জাআলা মেম্ বা'দে দো'ফেন

তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদিগকে দুর্ব্বল (জরায়ুতে থাকাকালীন) অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় তিনি দুর্ব্বলতার পরে

قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ط يَخْلُقُ

কু্অতান্ ছুম্মা জাআলা মেম্ বা'দে কুওতেন্ দোফাও্ অ শায়্‌বাহ্। ইয়্যাখ্‌লোকো

শক্তি প্রদান করিয়াছেন আবার শক্তির পর দুর্ব্বলতা ও বার্দ্ধক্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছানুযায়ী

(১৫) আল্লাহ্ তায়ালা মানবের প্রকৃতিগত বৈশিষ্টকে পবিত্র কোর্‌আনের অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ومن الناس من يعبد الله على حرف اصابه خيران المطمئن به وان
اصابت فتنة ن انقلب على وجهه خسرالدنيا والاخرة ذالك هو
الخسران المبين -

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এরূপও আছে, যাহারা আন্তরিকতার সহিত আল্লা'র উপাসনা করে না, যখন সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তখন সে উহাতে পরিতৃপ্ত হয়; আর যদি তাহার উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তখন সে যে দিক দিয়া আসিয়াছিল সেই দিকে ফিরিয়া যায়, সে পৃথিবীও হারাইল এবং পরকালও, ইহা স্পষ্ট ক্ষতি।

(১৬) ধর্ম্মহারা মানুষ মৃত ও বধিরের পর্য্যায়ভুক্ত। তাহাদের সৎকথা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই সুতরাং তাহারা উহা শ্রবণ করিতে ও বুঝিতে চাহে না।

مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

মা- য়্যাশা—য়ো, অহুঅল্ আলীমোল্ ক্বাদীর্। অ ইয়্যাও্ মা তাকুমোছ ছাআ-তো

সৃজন করেন, এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞাতা ও শক্তিশালী। এবং যে দিবস কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে

يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا

ইয়োক্‌ছেমোল্ মোজ্‌রেমূনা,—মা- লাবেসূ গ্বায়্‌রা ছা-আহ্। কাজা-লেকা কা-নূ

পাপীরা শপথ করিয়া বলিবে—তাহারা (জগতে) এক ঘণ্টার অধিককাল অবস্থান করিয়াছিল না। এইরূপই তাহারা (জগতে)

يُؤْفَكُوْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ

ইউ্ফাকূন্। অ ক্বালাল্ লাজীনা উতুল্ এল্‌মা অল্ ঈমা-না লাক্বাদ্ লাবেস্‌তুম্ ফী-

ভিত্তিহীন কল্পনা করিত। (১৭) আর যাহাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা বলিবে—আল্লা'র গ্রন্থে আছে যে,

كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ؗ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ

কেতা-বেল্লা-হে এলা- ইয়্যাও্মেল্ বা'সে ফাহা-জা- ইয়্যাও্মোল্ বা'সে অলা কেন্নাকুম্

নিশ্চয় তোমরা কেয়ামতের দিবসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলে আর ইহাই (অদ্য) কেয়ামতের দিবস কিন্তু

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

কোন্তুম্ লা- তা'লামূন্। ফায়্যাও্মায়েজেল্ লা- ইয়্যান্‌ফায়োল্ লাজীনা জালামূ

তোমরা তাহার জ্ঞান রাখিতে না। অতঃপর সেদিন অত্যাচারীদের কোন ওজর কোন উপকারে

مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ

মা'জেরাতোহুম্ অলা- হুম্ ইয়োছ্‌তা'তাবুন্। অলাক্বাদ্ দ্বারাব্ না- লিন্না-ছে

আসিবে না ও তাহাদিগকে (আল্লা'কে) সন্তুষ্টি করিবারও সুযোগ দেওয়া হইবে না। (১৮) এবং আমি

(১৭) তাহারা এক ঘণ্টার অধিককাল অবস্থান করিয়াছিল না' ইহার দুই প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে। প্রথমতঃ তাহারা পরকালে চিরস্থায়ী অবস্থানের তুলনায় পৃথিবীর অবস্থানকে ক্ষণস্থায়ী এক ঘণ্টাকাল মনে করিবে; অথচ তাহারা পার্থিব জীবনে গর্ব্বিত হইয়া পরকালকে উপেক্ষা করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তাহারা নিজেদের দোষস্খালনের জন্য এই ওজর উপস্থাপিত করিবে যে, আমাদের সৎকার্য্য করিবার অবসর ছিল না, আমরা ক্ষণকাল পৃথিবীতে ছিলাম। অনুরূপ বর্ণনা তুরা ফাতে'রে কয়েক স্থানে বর্ণিত আছে। সে যাহা হউক, পাপীরা কোন প্রকারেই নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইবে না।

(১৮) আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এই যে কাফেরগন পৃথিবীতে যেরূপ বাক্‌চাতুর্য্যে কার্য্যোদ্ধার করিত কেয়ামতেও তদ্রূপ ভিত্তিহীন চতুরতা ও নানারূপ ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবে যে, আমরা পৃথিবীতে যথেষ্ট সময় পাই নাই; খুব বেশী হইলেও এক ঘণ্টাকাল অবসর পাইয়াছিলাম, ইহাতে আমরা কি করিতে পারিতাম? তাহাদের এই ভিত্তিহীন ওজরের প্রতিবাদ করিয়া ধার্ম্মিকগণ

فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَلَىِٕنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ

ফী হা-জাল্ কোর্‌আ-নে মেন্ কুল্লে মাসাল্। অলাইন্ জে'তাহুম্ বেআ-য়্যাতেল্

মানবগণের (বুঝিবার) জন্য এই কোর্‌আনে প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছি। আর (হে নবী।) যদি তুমি ধর্ম্মদ্রোহীদের নিকট কোন নিদর্শন (মোজেযা)

لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝ كَذٰلِكَ

লায়্যাকুলান্নাল্ লাজীনা কাফারু— ইন্ আন্তুম্ ইল্লা মোব্‌ত্বেলূন্। কাজা-লেকা

আনয়ন কর নিশ্চয় তাহারা বলিবে—(হে মুসলমান!) তোমরা বড় প্রবঞ্চনাকারী! এইরূপেই

يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ فَاصْبِرْ اِنَّ

ইয়াত্ববায়োল্লা-হো আলা- কোলূবেল লাজীনা- লা- ইয়্যা'লামূন্। ফাছ্‌বের্ ইন্না-

আল্লাহ্ অজ্ঞদের অন্তোরোপরি মোহরাঙ্কিত করেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর, নিশ্চয়

وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۶

অ'দাল্লা-হে হাক্কোঁও অলা- ইয়্যাছ্‌তাখেফ্‌ফান্নাকাল্ লাজীনা- লা- ইউক্বেনূন্। ৬

আল্লা'র অঙ্গীকার সত্য এবং ধর্ম্মে অবিশ্বাসিগণ যেন তোমাকে অব্যবস্থিতচিত্ত করিতে না পারে। (১৯)

৩১শ ছুরা—লোক্মান মক্কায় অবতীর্ণ হয়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রা'হ্‌মা-নির্‌রা'হীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ৪ রুকু ও ৩৪ আয়ত।

الٓمّٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

আলিফ্-লা—ম্— মী—ম্। তেল্‌কা আ-য়্যা-তোল্ কেতা-বেল্ হাকীমে,

আলিফ্-লা—ম্—মী—ম্। এই বিজ্ঞানপূর্ণ কেতাবের (কোর্‌আন) আয়তসমূহ,

বলিবেন—আল্লাহ্ তায়ালার কেতাব অনুযায়ী কেয়ামতের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের অবসর ছিল এবং উহা সৎকার্য্য করিবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কোর্‌আন শরীফের অন্যত্র এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ আছে।

اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير

অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে এই পরিমাণ আয়ু প্রদান করি নাই যে অবসরে যাহার বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা হইত সে বেশ ভালরূপে বুঝিয়া লইতে পারিত? এবং ইহা ব্যতীত তোমাদের নিকট ভীতি-প্রদর্শনকারীও আসিয়াছিল।

(১৯) অর্থাৎ কাফেরগণ নানারূপ অতিরঞ্জন দ্বারা যেন তোমাদিগকে সত্য পথের দৃঢ়তা হইতে পদস্খলিত করিতে না পারে।

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

হোদাঙ্‌ অ রাহ্‌মাতাল্‌ লিল্‌ মোহ্‌ছেনীনাল্‌,—লাজীনা ইয়োকীমুনাছ্‌ছালা-তা

যাহা পুণ্যবানদের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহস্বরূপ,—যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ اُولٰٓئِكَ عَلٰى

অ ইউতুনায্‌যাকা-তা অহুম্‌ বিল্‌ আ-খেরাতে হুম্‌ ইউক্কেনূন্‌। উলা—একা আলা-

ও যাকাৎ প্রদান করে এবং তাহারাই পরকালে দৃঢ়বিশ্বাসী। তাহারাই তাহাদের

هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

হোদাম্‌ মেরাব্বেহিম্‌ অ উলা—একা হুমোল্‌ মোফ্‌লেহুন্‌। অ মেনান্না-ছে মাঁই

প্রতিপালকের সৎপথের উপর আছে এবং (পরিণামে) তাহারাই সুফলপ্রাপ্ত হইবে। আর লোকদের মধ্যে

يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖۗ

ইয়্যাশ্‌তারী লাহ্‌অল্‌ হাদীসে লেইয়োদ্বেল্লা আন্‌ ছাবীলেল্লা-হে বেগ্বায়্‌রে এল্‌মেঙ্‌,

কেহ কেহ এমনও আছে যে, সে অমূলক কাহিনী ক্রয় করে এই জন্য যে, সে না বুঝিয়া আল্লা'র পথ হইতে (লোকদিগকে শুনাইয়া) পথভ্রষ্ট করে ;

وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ وَاِذَا

অ ইয়্যাত্তাখেজাহা- হোযোঅ-। উলা—একা লাহুম্‌ আজা-বোম্‌ মোহীন্‌। অএজা-

অথচ সে উহা (কোর্‌আনের আয়ত)কে বিদ্রূপ করে। তাহাদেরই জন্য জঘন্য শাস্তি রহিয়াছে। (১) এবং যখন

تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا

তোৎলা- আলায়্‌হে আ-য়্যা-তোনা- অল্লা মোছ্‌তাক্‌বেরান্‌ কাআল্‌ লাম্‌ ইয়্যাছ্‌মা'হা-

তাহার নিকট আমার আয়তসমূহ পাঠ করিয়া শ্রবণ করান হয় তখন সে গর্ব্বভরে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্গমন করে—যেন সে শ্রবণই করে নাই,

كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

কাআন্না ফী— ওজোনায়্‌হে অক্‌রান্‌, ফাবাশ্‌শের্‌হু বেআজা-বেন্‌ আলীম্‌।

—যেন তাহার উভয় কর্ণে বধিরতা বিরাজমান, সুতরাং তুমি তাহাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (২)

(১) তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়ত অবতরণের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মক্কায় কাল্‌দাপুত্র হারেস তৎপুত্র নজর নামীয় এক ব্যক্তি ছিল। সে পারস্য দেশ হইতে নানারূপ গল্প সংগ্রহ করিয়া মক্কার লোকদিগকে শ্রবণ করাইত এবং বলিত যে, (হজরত) মোহাম্মদ (দঃ) তোমাদিগকে 'আদ' ও 'সামুদ' প্রভৃতির বিবরণ শ্রবণ করায় আর আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রোস্তম ও এসফান্দীয়া প্রভৃতির ইতিবৃত্ত শ্রবণ করাইতেছি। কেহ কেহ তাহার মতে আসিয়া উহা শ্রবণ করিত।

(২) শাস্তির সংবাদকে 'সুসংবাদ'রূপে প্রয়োগ করার সোজা অর্থ—'কাটা ঘায়ে লবণের প্রক্ষেপ'।

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم

ইন্নাল্ লাজীনা আ-মানূ অ আমেলুছ ছা-লেহা-তে লাহুম্ জান্না-তোন্ নায়ীমে,

নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাস করিয়া সৎকার্য্যসমূহ করিয়াছে তাহাদেরই জন্য নেয়ামত-সম্ভারে পূর্ণ বেহেশ্‌ৎ রহিয়াছে,

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ○ خلق

খা-লেদীনা ফীহ্। অ'দাল্লা-হে হাক্‌ক্বা। অহুঅল্ আযীযোল্ হাকীম্। খালাক্বাছ্

—তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সত্য। আর তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানবান্। তিনি

السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

ছামা-অ-তে বেগায়্‌রে আমাদেন্ তারাওনাহা- অ অল্‌ক্বা- ফিল্ আর্‌দ্বে রাঅ- ছেয়্যা

আকাশমণ্ডলীকে বিনা স্তম্ভে সৃজন করিয়াছেন—যাহা তোমরা দেখিতেছ এবং তিনি পৃথিবীতে 'নঙ্গর' (গুরুভার পর্ব্বত) সমূহ স্থাপন করিয়াছেন

أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا

আন্ তামীদা বেকুম্ অ বাছ্‌ছা ফীহা- মেন্ কুল্লে দা—ব্বাহ্ অ আন্‌যাল্‌না-

যাহাতে উহা তোমাদের লইয়া ঝুঁকিয়া না পড়ে (৩) এবং উহাতে তিনি প্রত্যেক প্রকারের প্রাণীকে বিস্তার করিয়াছেন। আর আমি

من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ○

মেনাছ্ ছামা—এ মা—আন্ ফাআম্‌বাৎনা- ফীহা- মেন্ কুল্লে যাওজ্বেন্ কারীম্।

আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করিয়া (তাহা দ্বারা) উহাতে প্রত্যেক প্রকারের উৎকৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন করিয়াছি।

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه

হা-জা- খাল্‌ক্বোল্লা-হে ফাআরূনী মা-জা- খালাক্বাল্ লাজীনা মেন্ দূনেহ্ ?

ইহা (বর্ণিতসমূহ) আল্লাহ্‌র-ই সৃষ্টি, (অতএব হে মক্কাবাসি !) তোমরা আমাকে দেখাও যে, তিনি ব্যতীত তাহারা (তোমাদের উপাস্যগণ) কি সৃজন করিয়াছে ?

৫ বل الظالمون في ضلال مبين ۵ ولقد آتينا لقمان

১০ বালেজ্ জা-লেমূনা ফী দ্বালা-লেম্ মোবীন্। ৫ অলাক্বাদ্ আ-তায়্‌না- লোক্‌মা-নাল্

১ বরং অত্যাচারিগণ স্পষ্ট ভ্রান্তপথে রহিয়াছে ! আর আমি লোকমানকে বিজ্ঞান প্রদান করিলাম (এবং

রুকু ১৪৫

(৩) পৃথিবী বৃত্তিকার গোল। উহার উত্তর মেরু অংশ উর্দ্ধদিকে এবং দক্ষিণ মেরু অংশ অনুরূপ নিম্নে অবস্থিত। পর্ব্বতসমূহের গুরুভারে পৃথিবী এইরূপ অবস্থায় স্থাপিত রহিয়াছে। পর্ব্বতসমূহ না থাকিলে পৃথিবী কোন্ দিক ঝুঁকিয়া কি ব্যাপার ঘটাইত তাহা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন।

الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

হেক্‌মাতা আনেশ্‌কুর্ লিল্লাহ্। অ মাঁই ইয়াশ্‌কোর্ ফাইন্নামা- ইয়োশ্‌কোরো

নির্দ্দেশ দিলাম) যে, তুমি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে থাক। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের (মঙ্গলের) জন্যই

لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○ وَإِذْ قَالَ

লেনাফ্‌ছেহী, অমান্ কাফারু ফাইন্নাল্লা-হা গ্বানীউন্ হামীদ্। অ এজ্ ক্বা-লা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর যে কৃতজ্ঞতা করিল না আল্লাহ্ (বান্দার কৃতজ্ঞতার) মুখাপেক্ষী নহেন— তিনি স্বতঃই প্রশংসিত। আর (স্মরণ কর) যখন

لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ

লোক্‌মা-নো লেব্‌নেহী- অহুওয়া ইয়্যায়েজোহু ইয়্যা-বোনাইয়্যা লা- তোশ্‌রেক্ বিল্লাহ্।

লোক্‌মান উপদেষ্টারূপে স্বীয় পুত্রকে বলিল—হে আমার পুত্র। তুমি (কাহাকেও) আল্লাহ্‌র অংশী (শরীক) করিও না

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ

ইন্নাশ্‌শের্‌কা লাজোল্‌মোন্ আজীম্। অ অছ্‌ছায়্‌নাল্ এন্‌ছা-না বেঅলেদায়্‌হে,

নিশ্চয় শের্ক করা মহাপাপ! আর আমি মানবকে পিতামাতার সম্বন্ধে (সদ্ব্যবহার করিতে) নির্দ্দেশ দিলাম যে,

حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ

হামালাৎহু উম্মোহু অহ্‌নান্ আলা- অহ্‌নেও্, অ ফেছা-লোহু ফী আ-মায়্‌নে

তাহার মাতা তাহাকে কষ্টের পর কষ্ট করিয়া গর্ভে ধারণ করে আর দুই বৎসরে সে স্তন্যপান ছাড়িয়া

أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۚ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○ وَإِنْ جَاهَدٰكَ

আনেশ্‌কোর্ লী- অলে অ-লেদায়ক্। এলাইয়্যাল্ মাছীর্। অইন্ জ্বা-হাদাকা

দেয়, (এই জন্য আমার আদেশ যে,)—তুমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর ও পিতামাতার কৃতজ্ঞ হও। (পরিণামে) আমারই নিকট (তোমাদের সকলের) গন্তব্যস্থল। আর যদি তাহারা উভয়ে তোমাকে

عَلٰى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

আলা— আন্ তোশ্‌রেকা বী- মা- লায়্‌ছা লাকা, বেহী- এল্‌মোন্ ফাবা- তোত্বে'হুমা-

আমার সহিত এমন বস্তুর শের্ক কারাইতে প্রচেষ্টা করে যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই তবে (এ বিষয়ে) তাহাদের কথা মান্য করিও না . . .

الربع

وقف النبي صلعم

النصف

... রূপে প্রয়োগ করার সোজা অর্থ—'কাটা ঘায়ে নুনের প্রক্ষেপ'।

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ

অ ছা-হেব্‌হুমা ফিদ্‌দুন্‌য়্যা- মা'রূফাও, অত্তাবে, ছাবীলা মান্ আনা-বা এলাইয়া, ছুম্মা

এবং তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর, আর তাহাদের পথ অবলম্বন কর যাহারা আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছে, পুনরায়

اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ يٰبُنَيَّ

এলাই্য়্যা মার্‌জোয়েকুম্ ফাওনাব্বেয়োকুম্ বেমা- কোন্তম্ তামা'লুন্। ইয়া- বোনাই্য়্যা

আমারই নিকট তোমাদের গন্তব্যস্থল সুতরাং আমি বলিয়া দিব তোমরা যে (ভাল মন্দ) কার্য্য করিতে। হে আমার পুত্র !

اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ

ইন্নাহা— ইন্ তাকো মেছ্‌কালা- হাব্বাতেম্ মেন্ খার্‌দালেন্ ফাতাকোন্ ফী ছাখ্‌রাতেন্

নিশ্চয় উহা সর্ষপ বীজের পরিমানও যদি কোন (কার্য্য,) হয় অতঃপর (মনে কর) উহা প্রস্তরে অথবা

اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ

আও্ ফিছ্ ছামা-তে আও ফিল্ আর্‌দ্বেয়্যা'তে বেহা-ল্লা-হ্। ন্নাল্লা-হা ইলাত্বীফোন্

আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবীতে থাকে (কেয়ামতের দিবস) আল্লাহ্ উহাকে উপস্থাপিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুক্ষ্মদর্শী

خَبِيْرٌ ○ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ

খাবীর্। ইয়া-বোনাই্য়্যা আকেমেছ্ ছাল্া-তা অমোর্ বিল্ মারূফে অন্‌হা আনেল্

সর্ব্বজ্ঞ। হে আমার পুত্র ! তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং সৎকার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান কর এবং

الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

মোন্‌কারে অছ্‌বের্ আলা- মা-- আছা-বাক্। ইন্না জা-লেকা মেন্ আয্‌মেল্ ওমূর্।

অসৎ কার্য্যে নিষেধ কর ও তোমার উপর যাহা আপতিত হয় তাহাতে ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয় ইহা অতি সৎসাহসের কার্য্য।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ

অলা- তোছা'য়ের্ খাদ্দাকা লিন্না-ছে অলা- তাম্‌শে ফিল্ আর্‌দ্বে মারাহা-।

তুমি মানুষের প্রতি মুখবিকৃত করিও এবং পৃথিবীতে দম্ভ সহকারে চলিও না।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ

ইন্নাল্লা-হা- লা- ইয়োহেব্বো কুল্লা মোখ্‌তা-লেন্ ফাখুরেন্, অক্‌ছেদ্ ফী মাশ্‌য়েকা

নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন অহঙ্কারী দাম্ভীককে পছন্দ করেন না, আর চলা ফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۟

অগ্‌দোদ্‌ মেন্‌ ছাওতেক্‌। ইন্না আন্‌কারাল্‌ আছ্‌ওয়া-তে লাছাওতোল্‌ হামীর্‌। ৫

এবং তোমার স্বর মৃদু কর। নিশ্চই গর্দ্দভের স্বরই সর্ব্বাপেক্ষা কর্কশ! (৪)

১১

২ রুকু

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

আলাম্‌ তারাও্‌ আন্নাল্লা-হা ছাখ্‌খারা লাকুম্‌ মা- ফিছ্‌ছামা-ওয়াতে অমা- ফিল্‌ আর্‌দ্বে

তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতে যাহা আছে তিনি সবই তোমাদের (উপকারের জন্য) আজ্ঞাবহ করিয়াছেন (৫)

وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

অ আছ্‌বাগা আলায়কুম্‌ নেয়ামাহু জা-হেরাতাও্‌ অ বা-ত্বেনাহ্‌। অ মেনান্না-ছে মাঁই

এবং তিনি তোমাদের প্রতি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দানসমূহ পূর্ণ করিয়াছেন? আর লোকদের মধ্যে

يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝

ইয়োজা-দেলো ফিল্লা-হে বেগায়রে এল্‌মেও্‌ অলা- হোদায় অলা- কেতা-বেম্‌ মোনীর্‌।

কেহ কেহ আলাহ্‌র ব্যাপারে বিবাদ করে অথচ তাহাদের নিকট কোন জ্ঞান নাই, হেদায়াত বা আলোক প্রদানকারী ধর্ম্মগ্রন্থ নাই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا

অএজা- ক্বীলা লাহুমোত্তাবেয়ু মা-- আন্‌যালাল্লা-হো ক্বা-লু বাল্‌ নাত্তাবেয়ো মা-

আর যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে,, আল্লাহ্‌ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তোমরা সেই পথ অনুসরণ কর তখন তাহারা বলে—(না) বরং আমরা ঐ পথ অবলম্বন করিব

(৪) গর্দ্দভের স্বর সকলের নিকট শ্রুতিকটু ও কর্কশ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব হইয়া গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করা কি উচিত?

(৫) পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থিত অধিকাংশ বস্তুই মানুষের উপকারে-লাগে। দিবা স্বীয় সময়মত আগমন করে। রাত্রি চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাপুঞ্জ স্ব স্ব সময়মত উদিত ও অস্তমিত হয়। তরি-তরকারি শস্যাদি সবই সময়মত উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয়। অবশ্য ইহাতে মানুষের কোন অধিকার নাই, তথাপি মানব ঐ সমূহ দ্বারা উপকৃত হয় বলিয়া আল্লাহ্‌ তায়ালা ঐগুলি মানবের 'আজ্ঞাবহ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘলা, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতিকে আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমার উপকারের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, তুমি ইহা বুঝিতেছ না। তাহারা তোমার আজ্ঞা পালন করিতে প্রাণপাত করিতেছে; তোমার কি এই বিচার যে, তুমি সেই আল্লাহ্‌ তায়ালার আজ্ঞা অমান্য করিতেছ!

وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ

অজ্বাদ্‌না- আলায়্‌হে আ-বা— আনা-। আওয়ালাও্‌ কা-নাশ্‌ শায়্‌ত্বা-নো ইয়্যাদ্‌য়ুহুম্‌

যে পথে আমরা পিতৃ-পিতামহকে পাইয়াছি। যদি শয়তান তাহাদিগকে দোযখের

اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ

এলা- আজা- বেছ্‌ ছায়ীর্‌। অমাঁই ইয়োছলেম্‌ অজ্‌হাহূ-- এলাল্লা-হে অহুওয়া

শাস্তির দিকে আহ্বান করিতে থাকে (তথাপি তাহারা ঐ পথে চলিবে)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করিল (৬) অথচ সে

مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ

মোহ্‌ছেনোন্‌ ফাক্বাদেছ্‌ তান্‌ছাকা বিল্‌ ওর্‌অতেল্‌ বোছ্‌কা-। অ এলাল্লা-হে

সদাচারী সুতরাং সে নিশ্চয় সুদৃঢ় হাতল' ধারণ করিল। আর আল্লাহ্‌র- ই নিকট

عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ

আ-কেবাতোল্‌ ওমুর্‌। অমান্‌ কাফার৷ ফালা ইয়োহ্‌যোন্‌কা কোফ্‌রোহ্‌।

সমূহ কার্য্যের পরিণতি। আর যে ধর্ম্মদ্রোহীতা করিল তাহার ধর্ম্মদ্রোহীতায় (হে নবী !) তুমি দুঃখিত হইবে না।

اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ

এলায়্‌না- মার্‌জেয়োহুম্‌ ফানোনাব্বেয়োহুম্‌ বেমা- আমেলূ। ইন্নাল্লা-হা আলীমোম্‌

আমারই নিকট তাহাদের গন্তব্যস্থল সুতরাং আমি বলিয়া দিব (ভাল-মন্দ) তাহারা যাহা করিয়াছে নিশ্চয় আল্লাহ্‌

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى

বেজা-তেছ্‌ ছোদূর্‌। নোমাত্তেয়োহুম্‌ ক্বালী লান্‌ সুম্মা নাদ্ব্‌ত্বারোহুম্‌ এলা-

অন্তরসমূহের ভেদ জ্ঞাত আছেন। আমি তাহাদিগকে অল্পই (সময়) পার্থিব সুখ- সম্ভোগ করিতে দিব পুনরায় তাহাদিগকে

عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

আজাবেন্‌ গ্বালীজ্‌। অলাএন্‌, ছাআল্‌তাহুম্‌ মান্‌ খালাক্বাছ্‌ ছামা-ওয়া-তে অল্‌ আর্‌দ্বা

কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করিব। আর যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে

(৬) আলোচ্য আয়তে وجهه শব্দ আছে যাহার অর্থ চেহারা। আরবদের নিকট আনুগত্য স্বীকারের ব্যবহারিক পরিভাষা 'চেহারা অবনত' করা। আমরা অনুরূপ স্থলে 'মস্তক অবনত' বা 'আত্মসমর্পণ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি।

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

লায়্যাকূ লোন্নাল্লা-হ্। কোলেল্- হাম্‌দো লিল্লা-হ্। বাল্ আক্‌ছারোহুম্ লা- ইয়্যালামূন্

তাহারা নিশ্চয় বলিবে—আল্লাহ্। তুমি (তাহাদিগকে) বল—আল্লাহ্‌র-ই সমূহ প্রশংসা। বরং তাহাদের অধিকাংশ (এতটুক) জ্ঞান রাখে না। (৭)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

লিল্লাহে- মা- ফিছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্ আর্‌দ্ব্। ইন্নাল্লা-হা হুঅল্ গ্বানীউল্ হামীদ্।

আকাশমণ্ডলী ও বিশ্বজগতে যাহা আছে সবই আল্লাহ্‌র। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি (সর্ব্বাবস্থায়) স্বতঃই প্রশংসিত।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ

অলাও্ আন্না মা- ফিল্ আর্‌দ্বে মেন্ শাজ্জারাতেন্ আক্‌লা-মোঙ্ অল্ বাহ্‌রো

আর যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ লেখনী হয় ও সমুদ্র—(যদি কালি হয়,)

يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط

ইয়ামোদ্দোহূ মেম্ বা'দেহী- ছাব্‌য়াতো আব্‌হোরেম্ মা- নাফেদাৎ কালেমা-তেল্লাহ্।

উহার (নিঃশেষিত হওয়ার) পরে আরও সপ্ত সমুদ্র উহাকে সহায়তা করে তথাপি আল্লাহ্‌র বাণী সমাপ্ত হইবে না। (৮)

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ

ইন্নাল্লা-হা আযীযোন্ হাকীম্। মা- খাল্‌কোকুম্ অলা- বা'সোকুম্ ইল্লা- কানাফ্‌ছেঙ্

নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী জ্ঞানবান্। তোমাদের (সকলকে) সৃষ্টি করা ও পুনরোত্থিত করা যেমন একজন

وَّاحِدَةٍ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ

ওয়া-হেদাহ্। ইন্নাল্লা-হা ছামীউন্ বাছীর্। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইউ্‌লেজোল্

মানুষকে সৃষ্টি করার ন্যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব্বশ্রোতা ও সর্ব্বদর্শী। (হে শ্রবণকারী!) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্

الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

লায়্‌লা ফিন্নাহা-রে অ ইউ্‌লেজোন্নাহা-রা ফিল্ লায়্‌লে অ ছায়্‌খারাশ্ শাম্‌ছা

রজনীকে দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে রজনীর মধ্যে প্রবেশ করান আর তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন

(৭) অর্থাৎ তাহারা উক্ত বিষয়ে চিন্তাই করে না। ভাল ভাবে চিন্তা করিলে তাহারা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই এই বিরাট আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৮) 'আল্লাহ্‌র বাণী' অর্থে তাঁহার অসীম মহিমা, অতুলনীয় বিরাটত্ব, মর্য্যাদা, প্রশংসা ও গুনাবলী

وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا

অল্ কামারা, কুল্লো'ই ইয়্যাজ্বরী— এলা— আজ্বালেম্ মোছাম্মাঙ্ অ আন্নাল্লা-হা- বেমা
করিয়াছেন, প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে আর নিশ্চয় আল্লাহ্

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ

তা'মালূনা খাবীর্। জা-লেকা বেআন্নাল্লা-হা হুঅল্ হাক্ক্বো অ আন্না মা- ইয়্যাদ্‌উনা
তোমাদের কৃতকর্ম্মসমূহ জ্ঞাত আছেন। ইহা (বর্ণিত এই জন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ-ই সত্য এবং
নিশ্চয় আল্লাহ্ ব্যতীত

৫
১২
৩ রুকু

مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝ اَلَمْ تَرَ

মেন্ দূনেহেল্ বা-ত্বেলো অ আন্নাল্লা-হা হুঅল্ আলীউল্‌কাবীর্। ৫ আলাম্ তারা
তাহারা যাহা (কল্পিত উপাস্য)কে আহ্বান করে সেগুলি ভিত্তিহীন আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মহান্
শ্রেষ্ঠ। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে,

اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ

আন্নাল্ ফোল্‌কা তাজ্বরী ফিল্ বাহরে বেনে'মাত্তিল্লা-হে লেইয়্যোরেয়্যাকুম্ মেন্
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই জাহাজ সমুদ্রে ভাসিতে থাকে এইজন্য যে, তিনি তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শন

اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

আ-য়্যা-তেহ্। ইন্না ফী জালেকা লা- আ-য়্যা-তেল্ লেকুল্লে ছাব্বারেন্ শাকূর্।
(মহিমা) প্রদর্শন করিবেন ? নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞের জন্য শিক্ষনীয় নিদর্শন
রহিয়াছে। (৯)

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ

অ এজা- গ্বাশেয়্যাহুম্ মাওজোন্ কাজ্‌জোলালে দায়াওল্লা-হা মোখ্‌লেছীনা লাহুদ্দীনা,
আর যখন (সমুদ্রে) পর্ব্বতের ন্যায় তরঙ্গ আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে তখন তাহা একাগ্রচিত্তে
তাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া আল্লাহ্‌কে আহ্বান করে

فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ

ফালাম্মা- নাজ্জ্বাহুম্ এলাল্ বার্‌রে ফামেন্‌হুম্ মোক্‌তাছেদ্। অমা- ইয়্যাজ্‌হাদো
অতঃপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে উপনীত করেন তখন তাহাদের মধ্যে কেহ
কেহ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। আর আমার

(৯) 'ধৈর্য্যশীল' ও 'কৃতজ্ঞ' অর্থে সমুদ্রস্থিত জাহাজের যাবতীয় কষ্ট যেমন প্রবল ঝড়-তুফানের সম্মুখীন হওয়া, পর্ব্বততুল্য তরঙ্গে পতিত হওয়া ও জাহাজের যন্ত্রাদি বিকল হইয়া যাওয়া ইত্যাদি পতিত হওয়ার পর যখন তাহারা ধৈর্য্যসহকারে গন্তব্যস্থানে উপনীত হয় তখন তাহারা আল্লাহ্ তায়ালাকে কৃতজ্ঞতাসহকারে ধন্যবাদ প্রদান করে।

بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا

বেআ-য়্যা-তেনা-- ইল্লা- কুল্লো খাত্তারেন্ কাফূর্। ইয়্যা-- আইয়্যোহান্ না-ছোত্তাকূ

নিদর্শন সমূহকে প্রবঞ্চক ও অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কেহ অমান্য করে না। হে মানবগণ ?

رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۚ وَلَا

রাব্বাকুম্ অখ্শাও ইয়্যাওমাল্ লা- ইয়্যোজ্‌যী- ওয়ালেদোন্ আঙ্ অলাদেহী-, অলা-

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর আরও ভয় কর ঐ দিবসকে যে দিন পিতা পুত্রের কোন উপকার আসিবে না

مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْــًٔا ۭ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

মাওলূদোন্ হুওয়া জা-যেন্ আঙ্ওয়া-লেদেহী- শায়য়্। ইন্না অদাল্লা-হে হাক্কোন্

পুত্রেও পিতার কোন উপকারে আসিবেনা নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য অতএব (হে মানব !)

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

ফালা- তাগ্বোর্‌রান্নাকুমোল্ হায়্যাতোদ্দুন্‌য়্যা-, অলা- ইয়্যাগ্বোর্‌রান্নাকুম্ বিল্লাহেল্ গ্বারুর্।

পার্থিব জীবন যেন:তোমাদিগকে ধোঁকার পতিত না করে ও প্রবঞ্চক (শয়তান) ও যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে প্রবঞ্চিত না করে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ

ইন্নাল্লা-হা ইন্দাহু এল্‌মোছ ছাআ-তে; ইয়্যোনায্‌যেলোল্ গ্বায়্‌ছা, অ ইয়্যা'লামো

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র-ই নিকট কেয়ামত (সংঘটিত হইবার) জ্ঞান আছে, এবং তিনিই বারিবর্ষণ করেন ও

مَا فِي الْاَرْحَامِ ۭ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۭ وَمَا

মা- ফিল্ আর্‌হাম্। অমা- তাদ্‌রী মাফ্‌ছোম্ মা-জা- তাক্‌ছোবো গ্বাদা-। অমা-

(মাতৃ) গর্ভে যাহা থাকে তিনি জানেন। আর কোনও ব্যক্তি জানে না যে, সে (স্বয়ং) আগামী কল্য কি করিবে। আর

تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝ ৫ / ১৩

তাদ্‌রী নাফ্‌ছোম্ বেআইয়্যে আর্‌দ্বেন্ তামূৎ। ইন্নাল্লা-হা- আলীমোন্ খাবীর্। ৪

কোনও ব্যক্তি জানে না, যে, সে কোন্ দেশে প্রাণত্যাগ করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞ) রুকু

৩২শ ছুরা—সেজ্দাহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্মিল্লা-হির্ রা'হ্মা-নির্ রা'হীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ৩ রুকু ও ৩০ আয়ত।

الٓمّٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ

আলিফ্-লা—ম্- মী—ম্। তান্যীলোল্ কেতা-বে লা- রায়্বা ফীহে মের্ রাব্বেল্

আলিফ্- লা—ম- মী—ম্। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই, (হে রছুল !) বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তরফ হইতে এই কেতাব

الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ

আ'-লামীন্। আম্ ইয়্যাকূলূনাফ্তারা-হ্ ? বাল্ হুঅল্ হাক্কো মের্ রাব্বেকা লেতোন্জেরা

অবতারিত হইয়াছে। (১) তাহারা কি বলে যে, উহা তাহার (অর্থাৎ তোমার) স্বকপোলকল্পিত ? বরং উহা তোমার প্রভুর তরফ হইতে সত্য, এই জন্য যে, তুমি ভীতি প্রদর্শন করিবে

قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

কাওমাম্ মা-- আতা-হুম্ মেন্ নাজীরেম্ মেন্ কাব্লেকা লাআল্লাহুম্ ইয়্যাহ্তাদূন্।

এমন সম্প্রদায়কে যাহাদের নিকট (২) তোমার পূর্ব্বে কোন ভয়-প্রদর্শনকারী আসে নাই, সম্ভবতঃ তাহারা সৎপথ পাইতে পারে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ

আল্লা-হোল্ লাজী খালাকাছ্ ছামা-ওয়া-তে অল্ আর্দ্বা অমা- বায়্নাহুমা- ফী

তিনিই আল্লাহ্ (পূর্ণ শক্তিধর) যিনি ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী এবং বিশ্বজগৎ ও উহাদের মধ্যস্থিত সমূহ বস্তুকে

(১) বর্ণিত বাক্যগুলি পৃথিবীর বিচারকের সমনের সহিত তুলনা করা যায়। যেমন সমনের শিরোভাগে লেখা থাকে যে, 'ইহা অমুক আদালতের অমুক বিচারকের নিকট হইতে জারী করা হইতেছে।' এই ছুরায় প্রথমাংশে তদ্রূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, সকল বিচারকের প্রধান বিচারক বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের তরফ হইতে এই কেতাব অবতারিত হইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রকৃত তথ্য আল্লাহ্ তায়ালাই ভালরূপ জ্ঞাত আছেন।

(২) এই সম্প্রদায় আরববাসী, তাহারা হজরত এছমায়ীল (আঃ)-এর বংশধর ছিল। তাঁহার তিরোধানের পর তাহাদের নিকট আর কোন নবী আসেন নাই। তারপর হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাব হইল। তাঁহার প্রেরিতত্ব বা 'রেছালত' প্রথম প্রথম আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর তাঁহার নবী-দায়ীত্ব এরূপ ব্যাপকভাবে বর্দ্ধিত হইল যে, তিনি 'বিশ্বনবী, আখ্যায় অভিহিত হইলেন।

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا

অর্থাৎ আমি তোমাকে বিশ্বমানবের জন্য ভয়-প্রদর্শনকারী ও সু-সংবাদদাতা করিয়া প্রেরণ করিয়াছি।

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

আমি তোমাকে বিশ্বের কল্যাণরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ

ছেত্তাতে আইয়্যামেন্ সুম্মাছ্ তাওয়া- আলাল্ আর্শ্। মা- লাকুম্ মেন্ দূনেহী-
সৃজন করিয়াছেন, পুনরায় তিনি 'আরশে'র উপর অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের

مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ

মেঙ্ অলীয়েঙ্ অলা- শাফী'। আফালা- তাতাজাক্কারূন? ইয়োদাব্বেরোল্ আম্রা
আর কেহই সাহায্যকারী ও রক্ষক নাই। তোমরা কি (এতটুকু) বুঝিতে পার না? তিনি
আকাশ হইতে

مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ

মেনাছ্ ছামা—য়ে এলাল্ আর্দ্বে সুম্মা ইয়্যা'রোজো এলায়্হে ফী ইয়্যাও্মেন্ কা-না
পৃথিবী পর্য্যন্ত (প্রত্যেক) কার্য্যের সুব্যবস্থা করেন পুনরায় উহা (সুব্যবস্থার পরিণাম) তাঁহার দিকে
উপস্থাপিত হইবে (৩) এমন এক দিনে—যাহার

مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ

মেক্দারোহূ-- আল্ফা ছানাতেম্ মেম্মা তাউদ্দূন্। জা-লেকা আ-লেমোল্ গ্বায়্বে
পরিমাণ তোমাদের (পার্থিব) গণনায় সহস্র বৎসর হইবে। তিনিই প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যের জ্ঞানী

وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ الَّذِىْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ

অশ্শাহা-দাতেল্ আযীযোর্‌রাহীমোল,—লাজী- আহ্ছানা- কুল্লা শাইয়েন্ খালাকাহূ
পরাক্রমশালী দয়ালু, তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ

অ বাদাআ খাল্কাল্ এন্ছা-নে মেন্ ত্বীনেন্, সুম্মা জাআলা নাছ্লাহু মেন্
এবং তিনি মৃত্তিকা হইতে মানবের (আদম) সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন, পুনরায় নিকৃষ্ট পানীর সারাংশ
(শুক্রকীট)

سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ

ছোলা-লাতেম্ মেম্ মা—য়েম্ মাহীনেন্, সুম্মা ছাও্অ-হু অ নাফাখা ফীহে মের্‌রূহেহী-
হইতে তাহার বংশ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; পুনরায় উহাকে সুগঠিত করিয়াছে এবং স্বীয় (তরফ)
হইতে উহাতে আত্মাকে ফুৎকার দিলেন,

(৩) পার্থিব ক্রিয়াকলাপের উপর অনুমান করিয়া বলা চলে যে, আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বিশ্বজগতের সমূহ ব্যবস্থা আল্লাহ্ তায়ালাই করিতেছেন; অবার কেয়ামতের দিবস ঐ সমস্ত রহিত হইয়া যাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত পার্থিব কার্য্যকলাপ বিদ্যমান ছিল এবং যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছিল সে সমূহের পরিণতি আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে উপস্থাপিত হইবে। তন্মধ্যে মানুষের কৃতকর্ম্মের তালিকা উপস্থাপনের ধারা উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, বিচার দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা সুউচ্চ 'কুরসি'তে বসিয়া দরবার করিতেছেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থার বিবরণ পেশ করিতেছেন। আলোচ্য আয়তে يعرج শব্দের অর্থ আরোহণ করিতেছে।

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط قَلِيلًا مَّا

অ জাআলা লাকুমোছ্‌ ছাম্‌আ অল্‌- আব্‌ছা-রা অল্‌- আফ্‌এদাহ্‌। ক্বালীলাম্‌ মা-
এবং তোমাদের জন্য তিনি কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রদান করিয়াছেন। তোমরা অল্পই

تَشْكُرُونَ ○ وَقَالُوا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَاِنَّا لَفِي خَلْقٍ

তাশ্‌কোরূন্‌। অ ক্বা-লূ-- আ এজা- দ্বালাল্‌না- ফিল্‌ আর্‌দ্বে আ ইন্না লাফী খাল্‌কেন্‌
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। এবং তাহারা (কেয়ামত অমান্যকারীরা) বলে—যখন আমরা (মরিয়া)
পৃথিবীতে মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যাইব তখন কি (আবার) আমরা

جَدِيدٍ ۵ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُونَ ○ قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ

জাদীদ্‌? বাল্‌ হুম্‌ বেলেকা—য়ে রাব্বেহিম্‌ কা-ফেরূন্‌ কোল্‌ ইয়্যাতাঅফ্‌ফা-কুম্‌
নব সৃষ্টিরূপে জন্মলাভ করিব? তাহারা (দ্বিতীয় বার জন্মলাভ করিবার জন্যও নয়) বরং (প্রকৃত-
পক্ষে) তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হইতে অবিশ্বাসী। (৪) (হে রছুল !) তুমি বল—

৫ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۵

১৪ মালাকোল্‌-মাও্‌তেল্‌- লাজী ওকুকেলা বেকুম্‌ সুম্মা এলা-রাব্বেকুম্‌ তোর্‌জায়ূন্‌। ৫
১ যে মৃত্যু-দূতকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে সেই-ই তোমাদের প্রাণহরণ করিবে
রুকু পুনরায় তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইবে।

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط

অ লাও্‌ তারা-- এজেল্‌ মোজ্‌রেমূনা না-কেছু রোউছেহিম্‌ ইন্‌দা রাব্বেহিম্‌।
আর যদি তুমি (হে রছুল !) দেখ, পাপীগণ যখন অবনত মস্তকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে (বলিবে)

رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ ○

রাব্বানা-- আব্‌ছার্‌না- অ ছামে'না- ফার্‌জে'না- ন'মাল্‌ ছা-লেহান্‌ ইন্না মূক্বেনূন্‌।
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দর্শন করিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি অতএব আমাদিগকে
পুনরায় (একবার) জগতে প্রেরণ করুন—আমরা সৎকার্য্য করিব, (এখন) আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী।

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

অলাও্‌শে'না- লা- আ-তায়্‌না- কুল্লা নাফ্‌ছেন্‌ হোদা-হা অলা-কেন্‌ হাক্‌কাল্‌ কাও্‌লো
এবং আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথ প্রদর্শন করিতাম কিন্তু আমার তরফ
হইতে আমার (বিঘোষিত) বাণী সত্য হইয়া

(৪) কাফেরগণের কেয়ামত অবিশ্বাসের অন্যতম কারণ এই যে, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া ইহা সাধারণতঃ বিবেক স্বীকার করে না। আরও কৃতকর্ম্মের জবাবদিহী, প্রতিফল ও প্রতিদান এই সমস্ত কথা তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহাদের এই ভিত্তিহীন মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্‌ তা'য়ালা

مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ فَذُوْقُوْا

মেন্নী লাআম্‌লাআন্না জাহান্নামা মেনাল্ জেন্নাতে অন্নাছে আজ্‌মায়ীন্। ফাজুকু

রহিয়াছে যে, নিশ্চয় আমি একত্রে জেন ও মানবগণ দ্বারা দোযখ পূর্ণ করিব। অতএব তোমরা

بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ

বেমা- নাছীতুম্ লেক্বা—আ ইয়্যাওমেকুম্ হা-জা, ইন্না নাছীনা-কুম্ অ জুকু, আজা-বাল্

যেমন এই দিবসে উপস্থিত হইতে বিস্মৃত হইয়াছিলে (আজ উহার) তেমন স্বাদ গ্রহণ কর, আমিও তোমাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছিলাম আর তোমরা

الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ

খোল্‌দে বেমা- কোন্তুম্ তা'মালূন্। ইন্নামা- ইউ্মেনো- বে আ- ইয়া-তেনাল্-লাজীনা

চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর—যেরূপ কার্য্য তোমরা করিতে। আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি তাহারাই বিশ্বাস করে

اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ

এজা- জোক্‌কেরূ বেহা- খাররূ ছোজ্জাদাঙ্ অ ছাব্বাহু বেহাম্‌দে রাব্বেহিম্ অহুম্

যাহাদিগকে উহা (নিদর্শন) স্মরণ করাইয়া দিলে ছেজ্‌দায় পতিত হয় এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত পবিত্রতা ঘোষণা করে

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ السجدة

লা- ইয়্যাছ্‌তাক্‌বেরূন্। তাতাজ্বা-ফা জোনূবোহুম্ আনেল্ মাদ্বা-জেয়ে ইয়াদ্‌উনা রাব্বাহুম্

অথচ তাহারা (কোন প্রকার) গর্ব্ব করে না।—(রাত্রিতে) তাহারা শয্যা হইতে পৃথক হইয়া ভীত ও আশান্বিতরূপে

خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ فَلَا تَعْلَمُ

খাওফাঙ্ অ ত্বামাআঙ্ অ মেম্মা- রাযাক্‌না-হুম্ ইয়্যোন্‌ফেক্বূন্। ফালা- তা'লামো

তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমার প্রদত্ত হইতে তাহারা সদ্ব্যয় (আল্লা'র পথে দান) করে। অতঃপরঃ কোন ব্যক্তিই জানে না যে,

نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا

নাফ্‌ছোম্ মা- ওখ্‌ফেয়্যা- লাহুম্ মেন্ কোর্রাতে আ'ইয়্যোনেন্, জাযা—আম্ বেমা- কা-নূ

তাহাদের নয়নতৃপ্তিকর কোন্ বস্তু গোপনীয়,—তাহাদের কৃতকর্ম্মের

বলিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা কৃতকর্ম্মের জবাবদিহীর আশঙ্কায় কেয়ামত অমান্য করে; যদি জবাবদিহীর আশঙ্কা না থাকিত তবে তাহারা এরূপ দৃঢ়তাসহকারে কেয়ামত অস্বীকার করিত না।

يَعْمَلُوْنَ ۞ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ۞

ইয়া'মালূন্। আফামান্ কা-না মো'মেনান্ ফামান্ কা-না ফা-ছেক্বা- ? লা- ইয়্যাছ্‌তায়ূন্
প্রতিদান স্বরূপ। ধর্ম্ম বিশ্বাসী কি কখনও পাপ চারীর ন্যায় ?—তাহারা কভু সমকক্ষ হইতে পারে না।

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۡ

আম্মাল্ লাজীনা আ-মানূ অ আমেলুছ্ ছা-লেহা-তে ফালাহুম্ জান্নাতোল্ মা-ওয়া-,
অতএব যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাস করিয়া সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তই থাকিবার স্থান হইবে,

نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ

নোযোলাম্ বেমা- কা-নূ ইয়্যা'মালূন্। অ আম্মাল্ লাজীনা ফাছাকু ফামাওয়া-হুমোন্নার্।
(ইহা) অতিথেয়তা তাহাদের কার্য্যের প্রতিদান স্বরূপ যেমন তাহারা (জগতে) করিত। আর যাহারা পাপকার্য্য করিল তাহাদের দোযখ থাকিবার স্থান হইবে।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا

কুল্লামা-- আরা-দূ-- আঁই ইয়্যাখ্‌রোজু মেন্‌হা-- ওয়ীদূ ফীহা- অ ক্বীলা লাহুম্ জুকু
যখনই তাহারা উহা হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছা করিবে তখনই উহাতে পুনরায় তাহারা নিক্ষিপ্ত হইবে এবং বলা হইবে—তোমরা

عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۞ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ

আজা-বান্না-রেল্ লাজী কোন্তুম্ বেহী- তোকাজ্‌জেবূন্। অলানোজীকান্নাহুম্ মেনাল্
দোযখের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর যাহা তোমরা মিথ্যা জ্ঞান করিতে। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে (মক্কাবাসীদিগকে

الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۞ وَمَنْ

আজা-বেল্ আদ্‌না- দূনাল্ আজা-বেল্ আক্‌বারে লাআ'ল্লাহুম্ ইয়্যার্‌জেয়ূন্। অমান্
জগতেও) সামান্য পার্থিব শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব (পরকালের) ভীষণ শাস্তির পূর্ব্বে এই জন্য যে, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। (৫)

(৫) 'পার্থিব শাস্তি'র উল্লেখ সম্ভবতঃ তাহাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিত। হজরত রছুল করীম (দঃ)-এর সময় মক্কাবাসীরা একবার সাত বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিল। তখন তাহারা এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল যে, ক্ষুধার জ্বালায় শব্ খাইত। অথবা উক্ত শব্দদ্বারা বদরের যুদ্ধে কোরায়শ দলপতিগণের নিহত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অথবা উহা দ্বারা পার্থিব সাধারণ বিপদের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়।

আলোচ্য আয়তে আরও একটি সূক্ষ্ম তথ্য নিহিত রহিয়াছে যাহাতে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া পবিত্র কোরআনের ভাষার স্থান অতি উচ্চে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। পার্থিব ও অপার্থিব শাস্তি প্রসঙ্গে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন শাস্তি দুই প্রকারের,—পার্থিব ও পরলৌকিক। পরকালের শাস্তির তুলনায় পার্থিব শাস্তি লঘু, কিন্তু ইহা অবিলম্বে আপতিত হয়, পক্ষান্তরে পার্থিব, শাস্তির তুলনায় পরকালের শাস্তি অতি ভয়াবহ। অবশ্য উহা বিলম্বে সংঘটিত হইবে।

وقف غفران

السجدة

أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ط

আজ্‌লামো মেম্মান্ জোক্‌কেরা বে আ-য়্যা-তে রাব্বেহী সুম্মা আ'রাদ্বা আন্‌হা-।

তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট অত্যাচারী আর কে আছে যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনের (দ্বারা) উপদেশ প্রদান করা হয় পুনরায় সে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ?

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ৪ ১৫

ইন্না- মেনাল্ মোজ্‌রেমীনা মোন্‌তাকেমূন্। ৪ অলাকাদ্ আ-তায়্‌না- মূছাল্ কেতা-বা ২

অবশ্যই আমি পাপীদিগকে প্রতিফল দিব। আর আমি মূছাকেও ধর্ম্মগ্রন্থ (তওরাৎ) প্রদান করিয়াছিলাম, রুকু

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي

ফালা- তাকোন্ ফী মের্‌য়্যাতেম্ মেল্ লেক্বা—য়েহী- অ জ্বাআল্‌না-হু হোদাল্ লেবানী—

অতএব (হে রছুল !) তুমি উহা (কোর্‌আন) প্রাপ্তিতে সন্দেহ পোষণ করিও না, আর আমি উহা (তওরাৎ)কে বানী-ইছরায়ীলের জন্য পথ প্রদর্শনকারী

إِسْرَائِيلَ ۚ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا

এছ্‌রা—য়ীলা, অ জ্বাআল্‌না- মেন্‌হুম্ আয়েম্মাতাঁই ইয়্যাহ্‌দূনা বে আম্‌রেনা লাম্মা-

করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের মধ্য হইতে (ধর্ম্মের) নেতা করিয়াছিলাম—তাহারা আমার আদেশে (লোকদিগকে) সৎপথ প্রদর্শন করিত আর (এই নেতৃত্ব তখন

صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ

ছাবারূ, অ কা-নূ বে আ-য়্যা-তেনা-ইউকেনূন্। ইন্না রাব্বাকা হু অ ইয়্যাফ্‌ছেলো

তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল) যখন তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিত এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস করিত। (৬) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কেয়ামতের দিবস

এই আয়তকে 'আয়তে তাখবীফ' বা ভীতি-প্রদর্শনের আয়ত বলা হয়। কথোপকথোনে أدني অর্থাৎ قرب। শব্দ بعد। শব্দের বিপরীত। اكبر অর্থাৎ اعظم শব্দ اهون। অথবা اصغر। শব্দের বিপরীত। কিন্তু আয়তে ভয় প্রদর্শনে'র পূর্ণ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে উভয়দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং পার্থিব শাস্তিকে ادنى। এবং পরকালের শাস্তিকে اكبر বলিয়াছেন। কিন্তু যদি পার্থিব শাস্তিকে اهون ও পরকালের শাস্তিকে ابعد বলিতেন তবে ভয়-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য যথোপযুক্তভাবে সাধিত হইত না। অতএব দুই প্রকার শাস্তিমূলক শব্দের দুই প্রকার বিশেষণ দ্বারা যহাতে অধিকতর ভাবে ভীতি প্রদর্শন মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় তাহাই গৃহিত হইয়াছে।

(৬) হজরত রছুল করীম (দঃ) ও হজরত মূছা (আঃ) ইহাদের অধিকাংশ কার্য্যকলাপ একই পর্য্যায়ভুক্ত। এই হেতু পবিত্র কোর্‌আনে বহুবার হজরত মূছা (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ আছে। এস্থলেও আল্লাহ্‌ তায়ালাকে হজরত রছুল করীম (দঃ)কে বলিয়াছেন যে, যেমন মূছা (আঃ)কে তওরাৎ প্রদান করিয়াছিলাম তদ্রূপ তোমাকেও কোর্‌আন প্রদান করিয়াছি। তওরাৎ দ্বারা বানী-ইছরায়ীল যেরূপ হেদায়াত পাইয়াছিল তোমার উম্মতগণও তদ্রূপ কোর্‌আন শরীফ দ্বারা হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে। বানী-ইছরায়ীল হইতে উদ্ভূত নবীগণ হজরত মূছার শরিয়ত অনুযায়ী যেমন লোকদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিত তোমার খলিফাগণ ও আলেমসমূহ সেইরূপ কোর্‌আন অনুযায়ী লোকদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে থাকিবে।

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ اَوَلَمْ

বায়্নাহুম্ ইয়্যাওমাল্ কেয়্যা-মাতে ফীমা- কা-নূ ফীহে ইয়্যাখ্তালেফূন্। আওলাম্

তাহাদের মধ্যকার (ধর্ম্ম বিষয়ে) মতোভেদ মীমাংসা করিয়া দিবেন। (হে রছুল!) ইহাতেও কি

يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ

ইয়্যাহ্দে লাহুম্ কাম্ আহ্লাক্না মেন্ ক্বাব্লেহিম্ মেনাল্ ক্বোরূনে ইয়্যাম্শূনা ফী

তাহারা সৎপথ পায় না যে, আমি তাহাদের পূর্ব্বে কত গোত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি যাহারা

مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ط اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ۝

মাছা-কেনেহিম্? ইন্না ফী- জা-লেকা লা- আ-ইয়্যা-ৎ। আফালা- ইয়্যাছ্মায়ূন্?

তাহাদের বাসস্থানে চলাফেরা করিত? নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষণীয় নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা কি শ্রবণ করিতেছে না? তাহারা কি

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ

আওলাম্ ইয়্যারাও আন্না- নাছুকোল্ মা—আ এলাল্ আর্দ্বেল্ জোরোযে ফাতোখ্রেজো

লক্ষ্য করে নাই যে, আমি শুষ্ক ভূমির দিকে বারিধারা (মেঘ)কে চালিত কারি অতঃপর উহা দ্বারা শস্য

بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ط اَفَلَا

বেহী- যার্আন্ তা-কোলো- মেন্হু আন্আ'মোহুম্ অ আন্ফোছোহুম্। আফালা-

উৎপাদন করি যাহা তাহারা নিজে ও তাহাদের পশ্বাদি ভক্ষণ করে। তাহারা (এরূপ মহিমার নিদর্শন)

يُبْصِرُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

ইয়্যোব্ছেরূন্? অ ইয়্যাক্বূলূনা মাতা- হা-জাল্ ফাৎহো। ইন্ কোন্তুম্ ছা-দেক্বীন্?

দর্শন করিতেছে না? আর তাহারা বলিতেছে যে, (হে মোসলমান!) কখন এই মীমাংসার দিন সমুপস্থিত হইবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ

ক্বোল্ ইয়্যাওমাল্ ফাৎহে লা- ইয়্যান্ফাওল্ লাজীনা কাফারূ-- ঈমা-নোহুম্ অলা-হুম্

(হে রছুল!) তুমি বল—যাহারা (জগতে) ধর্ম্মদ্রোহীতা করে 'মীমাংসার দিনে' তাহাদের ঈমান কোন উপকারে আসিবে না

ع ১৬ يُنْظَرُوْنَ ۝ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ۝

৩ ইউন্জারূন্। ফাআ'রেদ্ব্ আন্হুম্ অন্তাজোর্ ইন্নাহুম্ মোন্তাজেরূন্। ৬

রুকু আর তাহাদিগকে অবসর দেওয়া হইবে না। অতঃপর তুমি তাহাদিগের হইতে পৃথক থাক ও প্রতীক্ষা কর নিশ্চয় তাহারাও প্রতীক্ষা করিতেছে।

৩৩শ— ছুরা—আহ্‌যাব মক্কায় অবতীর্ণ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ৭৩ আয়ত ও ৯ রুকু,।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ

ইয়্যা- আ--ইয়োহান্নাবীইয়োত্তাকেল্লা-হা অলা- তোত্বেয়েল্ কা-ফেরীনা অল্-

হে রছুল! তুমি আল্লা'কে ভয় কর এবং ধর্ম্মদ্রোহী ও কপটাচারীদের

الْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ

মোনা-ফেক্বীন্। ইন্নালা-হা কান্না:আলীমান্ হাকীমাঙ, অত্তাবে' মা- ইউহা-- এলায়্‌কা

কথা মান্য করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জ্ঞানী বিজ্ঞ, আর তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে যাহা তোমার নিকট প্রত্যাদেশ আসে

مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ

মের্‌রাব্বেক্। ইন্নাল্লা-হা কা-না বেমা-তা'মালুনা খাবীরাঙ, অতাঅক্‌কাল্ আলাল্লাহ্।

তাহার অনুসরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ব্বজ্ঞ আছেন যাহা তোমরা করিতেছ, এবং আল্লা'র উপর নির্ভর কর।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ

অ কাফা- বিল্লা-হে অকীলা-। মা- জাআলাল্লা-হো লেরাজোলেম্ মেন্ কাল্‌বায়্‌নে ফী

এবং রক্ষকরূপে আল্লা'হ্‌ যথেষ্ট। আল্লাই কোন ব্যক্তির বক্ষে দুইটি অন্তঃকরণ

جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ

জাওফেহী-, অমা- জাআলা- আয্‌ওয়া-জা কুমোল্ লা—য়ী তোজা-হেরূনা মেন্ হুন্না

সংস্থাপিত করেন নাই, আর তোমরা যে সকল স্ত্রীকে 'জেহাররূপে স্থির কর তাহাদিগকে তিনি তোমাদের

اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ

উম্মাহা-তেকুম্, অমা- জাআলা আদ্‌য়েইয়্যা—আকুম্ আব্‌না—আকুম্। জা-লেকুম্

মাতৃত্বের স্থানে সমাসীন করেন নাই, আরও তিনি তোমাদের পোষ্যপুত্রদিগের স্বীয় সন্তান করেন নাই। এই গুলি

قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى

কাও্‌লোকুম্ বে আফ্‌ওয়া-হেকুম্। অল্লা-হো ইয়্যাকুলোল্ হাক্‌কা অ হুঅ ইয়্যাহ্‌দেছ্

তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আর আল্লাহ্‌ সত্যই বলেন এবং তিনি সৎপথ

السَّبِيْلَ ۝ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ

ছাবীল্। ওদ্‌য়হুম্ লে আ-বা—য়েহিম্ হুঅ আক্‌ছাত্বো ইন্‌দাল্লা-হে, ফাইল্ লাম্

প্রদর্শন করেন। (১) তোমরা তাহাদিগকে (পোষ্যপুত্র) তাহাদের প্রকৃতি পিতার নামে আহ্বান কর, উহা আল্লা'র নিকট অধিকতর বিচারসঙ্গত, আর যদি

تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ

তা'লামূ— আ-বা-—আহুম্ ফাএখ্অনোকুম্ ফিদ্দীনে অ মাঅ-লীকুম্। অ লায়্ছা

তোমরা তাহাদের পিতাকে না জান তবে (তাহারা) তোমাদের ধর্ম্মীয় ভাই ও ধর্ম্মীয় মিত্র। এবং

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ

আলায়্কুম্ জোনাহোন্ ফীমা— আখ্ত্বা-তুম্ বেহী-, অলা-কেম্ মা- তাআম্মাদাৎ

তোমরা যাহা ভুলক্রমে করিয়াছ তাহাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ নাই কিন্তু অন্তরে ইচ্ছা করিয়া

قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ

ক্বোলূবোকুম্। অকা-নাল্লা-হো গ্বাফুরার্‌রাহীমা-। আন্নাবীও আও্লা- বেল্ মোমে'নীনা

করিলে গোনাহ্ হইবে। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়। নবী ধর্ম্মবিশ্বাসীগণের নিকট তাহাদের প্রাণাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী (মর্য্যাদায় পিতৃতুল্য।) (২)

مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ

মেন্ আন্‌ফোছেহিম্ অ আয্অ-জোহূ— উম্মাহা-তোহুম্। অ উলুল্ আর্‌হা-মে

আর তাঁহার স্ত্রীগণ (মর্য্যাদায়) তাহাদের মাতা। (৩) এবং আল্লা'র কেতাবে

(১) ইছলাম আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবে 'জেহার' নামে এক প্রকার তালাক প্রচলিত ছিল, এবং উহা এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে তালাক হইয়া যাইত যে, স্বামী স্ত্রীকে বলিত—'তোমার পৃষ্ঠ আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠবৎ'। ইহার উদ্দেশ্য তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া। এই কথা বলিলে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা বিবেচিত হইত। এখনও এরূপ অজ্ঞতা পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু ইছলাম এই অজ্ঞতাকে তালাক স্বীকার করে না অবশ্য ইহার জন্য 'কাফ্ফারার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ২৮শ-পারা, ছুরা—মোজাদেলায় আছে।

দ্বিতীয় কু-প্রথা যাহা ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে উহা এই যে, তাহারা অন্যের সন্তানকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ মরিয়া তাহাকে ঔরসজাত পুত্রের মত সর্ব্বপ্রকার অধিকার দান করিত। আল্লাহ্ তায়ালা এই বলিয়া উক্ত দুই প্রকার কু-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন যে,'আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির বক্ষে দুইটি অন্তঃকরণ সংস্থাপিত করেন নাই'। ইহাই মর্ম্ম মানুষের প্রকৃতিগত আসক্তি বা আকর্ষণ পরস্পর বিপরীত দিকে সমভাবে ধাবিত হয় না। মাতার প্রতি যেরূপ ভক্তি মিশ্রিত আসক্তি আসে স্ত্রীর প্রতি ঐরূপ আকর্ষণ কি করিয়া আসিবে? অতএব স্ত্রীকে মাতৃস্থানীয়া বলিলেই সে মাতৃস্থানীয়া হয় না— মাতা মাতাই থাকেন, স্ত্রী স্ত্রী। এইরূপ অপরের পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলে সে ঔরসজাত পুত্রের মত হইতে পারে না। সুতরাং এই প্রকারের কথা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গ্রহণীয় নহে।

৭৪১

(২) প্রত্যেকেই স্বীয় প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে; কিন্তু হজরত রছুল করীম (দঃ) এর আদেশের প্রতি তদপেক্ষা অধিক লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

(৩) যাহারা হজরত নবী করীম (দঃ)-এর বিশুদ্ধচরিত্র সহধর্ম্মীণীগণের যথোপযুক্ত সম্মান করে না তাহারা আয়ত অনুযায়ী দণ্ড পাইবার উপযুক্ত।

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ

বা'দ্বোহুম্ আও্লা- বেবা'দ্বেন্ ফী কেতা-বিল্লা-হে মেনাল্ মো'মেনীনা অল্

নিকট আত্মিয়গণ 'মোহাজের ও ধর্ম্মবিশ্বাসী অপেক্ষা একে তাহাদের অপরের উত্তরাধিকারী।

الْمُهَٰجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ

মোহা-জেরীনা ইল্লা-- আন্ তাফ্আলূ-- এলা- আও্লেইয়্যা—য়েকুম্ মা'রূফা-।

কিন্তু যাহা তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি (অছিয়তরূপে) উপকারক (সে স্বতন্ত্র কথা)।

كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّـۧنَ

কা-না জা-লেকা ফিল্ কেতা-বে মাছ্তূরা-। অ এজ্ আখাজ্না- মেনান্নাবীয়ী-না

ইহা কেতাবে ('লওহ মাহ্ফুজে) লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। (৪) এবং (স্মরণ কর) যখন আমি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম নবীগণের

مِيثَٰقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ

মীসাক্বাহুম্ অ মেন্কা অমেন্ নূহেও্ ও এব্রা-হীমা অ মূছা- অ ঈছাব্নে

নিকট হইতে (বিশেষতঃ) তোমার ও নূহের ও ইব্রাহীমের ও মূছার এবং মরিয়ম -পুত্র

مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَٰقًا غَلِيظًا ۝ لِيَسْـَٔلَ الصَّٰدِقِينَ

মার্‌য়্যামা, অ আখাজ্না- মেন্হুম্ মীসাক্বান্ গ্বালীজাল্ লেইয়্যাছ্য়ালাছ্ ছা-দেকীনা

ঈছার:নিকট হইতে, আরও আমি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম তাহাদের নিকট হইতে যে,—তিনি (আল্লাহ্) সত্যবাদিগণের (নবীগণকে)

عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ৯৭ / ১ রুকু

আন্ ছেদ্‌ক্বেহিম্, অ আ আদ্দা অলেল্কা-ফেরীনা- আজা-বান্ আলীমা-। ৫

তাঁহাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং ধর্ম্মদ্রোহীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

ইয়া— আই্য়োহাল্ লাজীনা আ-মানুজ্কোরু নে'মাতাল্লা-হে আলায়্কুম্

হে ধর্ম্ম বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লা'র দানের স্মরণ কর

(৪) ছুরা 'আন্ফালের, শেষ আয়তের টীকা দ্রষ্টব্য।

إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ

এজ্ জা—আৎকুম্ জোনূদোন্ ফাআর্‌হাল্‌না- আলায়্‌হিম্ রীহাওঁ অ জোনূদাল্ লাম্

যখন সৈন্যগণ তোমাদের (বিপক্ষের) উপর আপতিত হইল অতঃপর আমি তাহাদের উপর ঝটিকা ও এরূপ সৈন্যসমূহ প্রেরণ করিলাম যাহা

تَرَوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۚ إِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ

তারাওহা-। অ কা-নাল্লা-হো বেমা তা'মালূনা বাছীরান্, এজ্ জা—য়ুকুম্ মেন্

তোমরা দর্শন কর নাই। এবং তোমরা যাহা করিতে তিনি তাহা দেখিতেছিলেন, (৫) যখন তাহারা

فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ

ফাওকেকুম্ অমেন্ আছ্‌ফালা মেনকুম্ অ এজ্ যা-গ়াতেল্ আব্‌ছা-রো অ বালাগ়াতেল্

(শত্রুগণ) উপর ও নিম্ন হইতে তোমাদের উপর আপতিত হইল (৬) আরও যখন (ভয়ে) দৃষ্টিসমূহ ঝপ্‌সা হইয়াছিল ও অন্তরসমূহ

الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۚ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ

কোলূবোল্ হানা-জ্বেরা অ তাজোন্নূনা বিল্লা-হেজ্ জোনূনা। হুনালেকাব্‌তোলেইয়াল্

কণ্ঠদেশে উপনীত হইল (৭) এবং আল্লা'র সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে। এই ঘটনায় মোসলমানদিগকে (দৃঢ়তার)

الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝ وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ

মো'নেনূনা অ যেল্‌যেলু যোল্‌যালান্ শাদীদা-। অ এজ্ ইয়াকূলোল্ মোনাফেকূনা

পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল। এবং যখন কপটাচারীরা

وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ إِلَّا

অল্ লাজীনা ফী কোলূবেহিম্ মারাদ্বোম্ মা- অ আদানাল্লা-হো অ রাছুলোহু ইল্লা

ও যাহাদের অন্তরে (সন্দেহের) ব্যাধি ছিল তাহারা বলিতে লাগিল—আমাদের সহিত আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুল যাহা অঙ্গিকার করিয়াছিলেন তাহা

(৫) অর্থাৎ কাফেরগণের সহিত যুদ্ধে তোমরা যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে যেমন,—'খন্দকে'র যুদ্ধে পরিখা খনন ইত্যাদি।

(৬) এস্থলে 'উপর ও নিম্ন হইতে' অর্থে চতুর্দ্দিক হইতে তাহার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ 'উপর' হইতে অর্থ মদীনার পূর্ব্বসীমা কারণ এই দিক অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল এবং 'নিম্ন' অর্থে মদীনার পশ্চিমসীমা—এই অংশ নিম্ন ছিল।

غُرُوْرًا ۝ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا

গোরূরা-। অ এজ্ ক্বালাৎ ত্বা—য়েফাতোম্ মেন্হুম্ ইয়া-- আহ্লা ইয়্যাস্‌রেবা লা-

প্রবঞ্চনাপূর্ণ। এবং যখন তাহাদের মধ্যে এক দল বলিল—হে মদীনাবাসী! তোমরা (শত্রুদের আক্রমনে এখানে)

مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ يَقُوْلُوْنَ

মোক্বা-মা লাকুম্ ফার্‌জেয়ূ, অ ইয়্যাছ্‌তাজেনো ফারীক্বোম্ মেন্হুমোন্নাবীয়া ইয়্যাক্বূলূনা-

তিষ্ঠিতে পারিবে না সুতরাং (ইহাই যুক্তিযুক্ত যে,) তোমরা ফিরিয়া যাও, আর তাহাদের মধ্যে এক দল নবীর নিকট অনুমতি প্রর্থনা করিয়া বলিতে লাগিল—

اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا

ইন্না বোইউ্তানা- আওরাত্। অমা- হেইয়্যা- বেআও্রাতেন্, এঁই ইয়্যোরীদূনা ইল্লা-

'নিশ্চয় আমাদের গৃহগুলি অরক্ষিত,।—প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি অরক্ষিত নহে, (বরং) তাহাদের (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে)

فِرَارًا ۝ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا

ফেরা-রা-। অলাও্ দোখেলাৎ আলায়্হিম্ মেন্ আক্ত্বা-রেহা- ছুম্মা ছোয়েলুল্

পালাইবার ইচ্ছা ছিল। এবং যদি (শত্রুপক্ষ) উহার (মদীনার) চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে পুনরায় তাহাদিগকে

الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ۝ وَلَقَدْ

ফেৎনাতা লাআ-তাও্হা অমা- তালাব্বাছু বেহা— ইল্লা- ইয়্যাছীরা-। অলাক্বাদ্

অশান্তি-উপদ্রব করিতে প্ররোচিত করে তবে তাহারা (অবিলম্বে) উহা করিতে উদ্যত হয় এবং তাহারা তথায় অল্পক্ষণই বিলম্ব করে। (৮) বস্তুতঃ

كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۭ وَكَانَ

কা-নূ আ-হাদুল্লা-হা মেন্ ক্বাব্লো লা- ইয়্যোঅল্লূনাল্ আদ্‌বার। অ কা-না

তাহারাই ইতিপূর্ব্বে আল্লার সহিত এই অঙ্গিকার করিয়াছিল যে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। এবং

(৭) মানুষ ভয়ে আড়ষ্ট হইলে বলে—'প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে'। এইরূপ এখানে বলা হইয়াছে—'অন্তরসমূহ কণ্ঠে উপনীত হইল'।

(৮) মোনাফেকগণ নিজেদের গৃহগুলি 'অরক্ষিত' বলিয়া যে অনুযোগ উথাপন করিয়াছিল তাহা অমূলক, ছলনামাত্র। কারণ তাহারা মোসলমানদের ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ বলিয়াছিল; প্রকৃতপক্ষে তাহাদের গৃহগুলি অরক্ষিত ছিল না বা সেগুলি তাহাদের সুরক্ষিত করিবারও উদ্দেশ্য ছিল না। বরং বিপক্ষদল মদীনায় প্রবেশ করিলে তাহারাই অপরের অর্থাদি লুন্টন করিবার সুযোগ করিয়া লইত; শহরে উপদ্রব অশান্তির অনল প্রজ্জলিত করিত এমন কি তাহারা নিজেদের গৃহগুলির নিকটেও যাইও না।

عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ۝ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ

আহ্দোল্লা-হে মাছ্য়ূলা-। কোল্লাঁই ইয়্যান্ফাআকুমোল্ ফেরা-রো ইন্ ফারার্তুম্

আল্লার সহিত কৃত অঙ্গিকারের জবাবদিহী দিতে হইবে। (হে রছুল !) তুমি বল—তোমরা যদি মৃত্যু অথবা যুদ্ধ (ভয়) হইতে পলায়ন কর

مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قُلْ

মেনাল্ মাও্তে আবেল্ কাৎলে অ এজাস্লা- তোমাত্তায়ূনা ইল্লা- কালীলা-। কোল্

তথাপি পলায়ন কখনও তোমাদের উপকারে আসিবে না. আর যদিও (পলায়ন করিয়া) রক্ষা পাও তো অল্পই (পার্থিব) সুখ উপভোগ করিবে। তুমি বল—

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ

মান্ জাল্লাজী ইয়্যা'ছেমোকুম্ মেনাল্লা-হে ইন্ আরা-দা বেকুম্ ছু—আন্ আও্

যদি আল্লাহ্ তোমাদের অনিষ্ট করিতে উচ্ছা করেন তবে কে সে এমন ব্যক্তি যে উহা হইতে রক্ষা করিবে অথবা তিনি যদি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করেন

اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا

আরা-দা বেকুম্ রাহ্মাহ্। অলা- ইয়্যাজেদূনা লাহুম্ মেন্ দূনেল্লা-হে অলীয়্যাঙ্

(তবে কে ক্ষতি করিতে পারে) ? আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা তাহাদের কোন রক্ষক

وَّلَا نَصِيْرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ

অলা নাছীরা-। কাদ্ ইয়্যা'লামোল্লা-হোল্ মোআও্বেকীনা মেনকুম্ অল্ কা—য়েলীনা

ও সাহায্যকারী পাইবে না। (হে মোসলমান !) নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন তোমাদের মধ্যে (যুদ্ধে) বাধাদানকারীদের এবং যাহারা তাহাদের

لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ج وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

লেএখ্অ-নেহিম্ হালোম্মা এলায়্না-, অলা- ইয়্যা'তূনাল্ বা'-ছা ইল্লা- কালীলান্,

ভাই-বন্ধুকে বলে—তোমরা (যুদ্ধ হইতে) আমাদের নিকট চলিয়া এস, অথচ তাহারা তোমাদের সহিত (যুদ্ধব্যয়ে) কৃপণতা করিয়া নিজেরাও

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ج فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ

আশেহ্হাতান্ আলায়্কুম্, ফাএজা জা—আল্ খাও্ফো রাআয়্তা-হুম্ ইয়ান্জোরূনা

অল্পই (নামমাত্র) যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, অতঃপর (হে রছুল !) যখন ভীতি উপস্থিত হয় তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা

إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ

এলায়কা তাদূরো আ'ইয়োনোহুম্ কাল্লাজী ইয়্যাগ্‌শা- আলায়্হে মেনাল্ মাওতে,

তোমার প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছে—তাহাদের চক্ষুগুলি ঘুরিতেছে সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায়,

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً

ফাএজা জাহাবাল্ খাওফো ছালাকুকুম্ বে আল্ছেনাতেন্ হেদা-দেন আশেহ্হাতান্

আবার যখন ভয় বিদূরীত হয় (অর্থাৎ মোসলমান জয়ী হয়) তখন তাহারা (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের লালসায় তোমাদিগকে তীব্রভাষায়

عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ

আলাল্ খায়ের। উলা—য়েকা লাম্ ইয়ো'মেনূ ফাআহ্বাত্বাল্লা-হো আ'মা-লাহুম্।

আক্রমণ করে। (৯) তাহারা (প্রথম হইতেই) ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদের কৃতকর্ম্ম সমূহ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ○ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ

অ কা-না জা-লেকা আল্লাল্লা-হে ইয়াছীরা-। ইয়্যাহ্ছাবূনাল্ আহ্যা-বা- লাম্ ইয়্যাজ্হাবূ,

এবং ইহা আল্লা'র নিকট অতি সহজ কার্য্য। তাহারা (মোনাফেকগণ) মনে করে যে, (ধর্ম্ম-দ্রোহীদলের) সৈন্যদল চলিয়া যায় নাই,

وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ

অ এঁই ইয়্যা-তেল্ আহ্যা-বো ইয়্যাঅদ্দূ লাও আন্নাহুম্ বা-দূনা ফিল্ আ'রা-বে

এবং যদি সৈন্যদল (পুনরায়) আসিয়া উপস্থিত হয় তাই তাহারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাহারা গ্রামে (কোন দিকে) চলিয়া যাইবে

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا

ইয়্যাছ্আলূনা আন্ আম্বা—য়েকুম্। অলাও কা-নূ ফী কুম্ মা- কা-তালূ-- ইল্লা-

(এবং দূর হইতে) তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে। এবং যদিও তাহাদিগকে (বাধ্য হইয়া) তোমাদের সঙ্গে থাকিতে হয়, তবে অল্পক্ষণই তাহারা (বিপক্ষের সহিত) যুদ্ধ করে।

قَلِيلًا ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ　ع

কালীলা-। ৫ লাকাদ্ কা-না লাকুম্ ফী রাছূলিল্লা-হে ওছ্অতোন্ লাহানাতোন্ লোমান্　১৮

(মোসলমানগণ!) নিশ্চয় তোমাদের জন্য ও যাহারা আল্লাহ্ এবং কেয়ামতের দিবসের আকাঙ্খা করে　২ রুকু

(৯) যতক্ষণ কাফেরগণের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল ততক্ষণ মোনাফেকগণ তাহাদের স্বভাবিক কাপুরুষতা ও কাপটাবশতঃ 'পলাই পলাই' রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছিল। মোসলেমদল বিজয়ীবেশে যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত করিল, তখন মোনাফেকদল উহার অংশ পাইবার লোভে

كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝ وَلَمَّا

কা-না ইয়ারজুল্লা-হা অল্ ইয়্যাওমাল্ আ-খেরা অ জাক্কারাল্লা-হা কাসীরা-। অ লাম্মা-

ও আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাহাদের জন্য আল্লা'র রছুলের মধ্যে (অনুসরণীয়) উত্তম আদর্শ ছিল। (১০) এবং যখন

رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

রাআল্ মো'মেনূনাল্ আহ্যা-বা, ক্বা-লূ হা-জা মা- অ আদানাল্লা-হো অ রাছুলোহূ

ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ (বিপক্ষের সৈন্যদল দেখিল, বলিল—ইহা ঐ (ব্যাপার) যাহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুল আমাদের সহিত (পূর্ব্বেই) অঙ্গিকার করিয়াছেন (১১)

وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝

অ ছাদাকাল্লা-হো অ রাছুলোহূ, অমা- যা-দাহুম্ ইল্লা-- ঈমানাঙ্ অ তাছ্‌লীমা-।

আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুল (অঙ্গিকার পূর্ণকরণে) সত্যই বলিয়াছেন ; ইহাতে তাহাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও আনুগত্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ

মেনাল্ মো'মেনীনা- রেজ্জা-লোন্ ছাদাকু মা- আহাদুল্লা-হা আলায়্‌হে, ফামেন্‌হুম্

ধর্ম্মবিশ্বাসীগণের মধ্যে কতিপয় এরূপ ছিল যাহারা আল্লার সহিত কৃত (আত্মোৎসর্গের) অঙ্গিকার সত্যে পরিণত (পূর্ণ) করিয়াছিল আরও তাহাদের মধ্যে কতিপয়

'বড়গলায়' নিজেদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—'আমাদের অপেক্ষা তোমরা এমন কি কার্য্য করিয়াছ ? আমরা না থাকিলে তোমরা পরাজিত হইতে' ইত্যাদি।

(১০) হজরত রছুল করীম (দঃ) সর্ব্বদিক দিয়াই আদর্শ ছিলেন। একধারে তিনি যেমন আদর্শ ধর্ম্ম-নেতা ছিলেন তেমনই আদর্শ যুদ্ধনায়কও ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বীরবিক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইতেন। সুতরাং তাঁহার নিখুঁত আদর্শ মানব-জীবনে মহাকল্যাণপ্রদ। তাঁহার মত পবিত্র মহামানব যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান অধিনায়কের স্থান অলঙ্কিত করিতে অগ্রসর হইতেন, তখন মোসলমানগণ তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিত না।

(১১)—ছুরা—বাক্বারায় আছে :—

ام حسبتم ان تدخل الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست هم الباساء والضراء زلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه حتى نصرالله ط الا ان نصرالله قريب

ইহার সার মর্ম্ম—'কাফেরগণ তোমাদিগকে বাধ্য করিবে সুতরাং নিরুপায় হইয়া তোমাদিগকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং যুদ্ধজনিত দুঃখকষ্ট বরণ করিতে হইবে.. । কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্ তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন'। আহ্যাবের যুদ্ধে অনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। সেই জন্য প্রকৃত মোসলমান বুঝিল যে, ইহা ঐ অবস্থা যাহার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۙ

মান্ ক্বাদ্বা- নাহ্‌বাহু অ মেন্‌হুম্ মাঁই ইয়্যান্‌তাজেরো, অমা- বাদ্দালূ তাব্‌দীলাল্

এরূপ যাহারা স্বীয় দায়ীত্ব (শাহাদৎ) সম্পন্ন করিয়াছিল আরও তাহাদের মধ্যে কতিপয় এরূপ যাহারা (শাহাদতের) প্রতীক্ষা করে, এবং তাহারা বিন্দুমাত্র (অঙ্গীকার) পরিবর্ত্তন করে নাই;

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ

লে ইয়্যাজ্‌যেয়াল্লা-হোছ্‌ ছা-দেক্বীনা বেছেদ্‌ক্বেহিম্ অ ইয়্যোআছ্‌জেবাল্ মোনা-ফেক্বীনা

এই জন্য যে, আল্লাহ্‌ সত্যবাদীগণকে তাহাদের সত্যবাদীতার প্রতিদান দিবেন ও যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে কপটাচারীদিগকে শাস্তি দিবেন

اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ

ইন্ শা—আ আও্‌ ইয়্যাতুবা আলায়্‌হিম্। ইন্নাল্লা-হা কা-না গাফুরার্‌রাহীমা,

অথবা (তিনি ইচ্ছা করিলে তওবার সুযোগ দিবেন এবং তাহারা তওবা করিলে) তাহাদের তওবা গ্রহণ করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী করুণাময়,

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۗ

অ রাদ্দাল্লা-হোল্ লাজীনা কাফারূ বেগায়্‌জেহিম্ লাম্ ইয়্যানা-লু খায়্‌রা-।

এবং আল্লাহ্‌ ধর্ম্মদ্রোহীগণকে তাহাদের স্বীয় ক্রোধসহ (মদীনা হইতে) অপসারিত করিলেন— তাহারা কল্যাণে উপনীত হইতে পারিল না।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ

অ কাফাল্লা-হোল্ মো'মেনীনাল্ ক্বেতাল। অকা-নাল্লা-হো ক্বাবীয়্যান্ আযীযা-।

এবং আল্লাহ্‌ যুদ্ধে ধর্ম্মবিশ্বাসীগণের যথেষ্ট করিলেন। এবং আল্লাহ্‌ শক্তিধর পরাক্রমশালী।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ

অ আন্‌যালাল্ লাজীনা জাহারূ হুম্ মেন্ আহ্‌লেল্ কেতা-বে মেন্ ছায়া-ছীহিম্ অ ক্বাজাফা

এবং তিনি (আল্লাহ্‌) তাহাদের (মোশ্‌রেকদের) সাহার্য্যকারী কেতাবধারীদিগকে তাহাদের দুর্গ হইতে নিম্নে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে

فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ وَاَوْرَثَكُمْ

ফী ক্বোলূবেহেমোর্‌রো'বা ফারীক্বান্ তাক্‌তোলুনা অ তা-ছেরূনা ফারীক্বা-। অ আওরাসাকুম্

বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দিলেন যে, তোমরা (সহজে) একদলকে নিহত করিতে লাগিলে আর অপর দলকে বন্দী করিতে লাগিল। এবং তিনি তোমাদিগকে

أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ

আর্দ্বাহুম্ অ দেয়্যা-রাহুম্ অ আম্অ-লাহুম্ অ আর্দ্বাল্ লাম্ তাত্বায়ুহা-।

তাহাদের ভূমি ও গৃহাদি এবং ঐশ্বর্য্য ও এমন ভূমির উত্তরাধিকারী করিলেন যাহাতে তোমরা পদযুগলও স্থাপন কর নাই।

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

৫ ৭৭ । ৩ রুকু

অকা-নাল্লা-হো আলা-কুল্লে-শাইয়েন্ ক্বাদীরা-। ৫ ইয়্যা— আইয়োহান্নাবীয়্যো

এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিশালী। (১২) হে রছুল !

قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

ক্বোল্ লে আয্অ-জেকা ইন্ কোন্তোন্না তোরেদ্নাল্ হায়্যা-তাদ্দুন্য়্যা

তুমি সহধর্ম্মিণীগণকে বল—তোমরা যদি পার্থিব জীবন

(১২) যে যুদ্ধের বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, উহা 'খন্দক' বা আহ্যাবের যুদ্ধনামে বিখ্যাত। আহ্যাবের শাব্দিক অর্থ—দল। বস্তুতঃ উক্ত যুদ্ধে মদীনার পার্শ্ববর্ত্তী মোশরেক, ইহুদী ও পল্লীবাসীদের বিভিন্ন দল একত্র মিলিত হইয়া মদীনা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল এই হেতু উক্ত যুদ্ধ আহ্যাবের যুদ্ধ বলিয়া কথিত; এবং মোসলমানগণ তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা হেতু মদীনার চতুঃপার্শ্বে পরিখা খনন করিয়াছিল বলিয়া উহাকে 'খন্দক বা 'পরিখার যুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। হিজরতের পরে মদীনার প্রধান অংশে মোছলমানদের আধিপত্য ছিল। বনী নজীর নামীয় এক ইহুদী গোত্রও তথায় বসবাস করিত কিন্তু তাহারা মোসলমানদিগকে শান্তির সহিত থাকিতে দিত না। কাজেই নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া হজরত রছুল করীম (দঃ) তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিঃর্গত করিয়া দিলেন। এই সুযোগ তাহারা মদীনার চতুঃপার্শ্বে অশান্তির অনল প্রজ্বালিত করিল এবং বার সহস্র লোককে একত্র করিয়া মদীনা অবরোধ করিল। সে সময় মোসলমানের মোট সংখ্যা তিন সহস্র ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ নিরস্ত্র এবং কতিপয় কপটাচারী মোনাফেকও ছিল। এক মাসকাল বিপক্ষদল মদীনা অবরোধ করিয়া রাখে, অবশ্য দূরে দূরে সামান্য সঙ্ঘর্ষও হইত। পরিণামে আল্লাহ্ তায়ালার মহিমায় ভীষণ ঝটিকা প্রবাহিত হইল, ইহাতে অবরোধকারিগণ বিশৃঙ্খলায় পতিত হইয়া আতঙ্কিত হইল। যুদ্ধ শিবিরের তাম্বুগুলি উৎপাটিত হইল এবং অশ্বশকট প্রভৃতি যুদ্ধ-উপকরণ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া তাহারা অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া গেল।

উক্ত ঘটনা হিজরতের চতুর্থ বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল। মদীনার বাহিরে বনী কারীজা নামীয় আর এক ইহুদি গোত্র বসবাস করিত। তাহাদের সহিত মোসলমানদের সন্ধিপত্র থাকা স্বত্বেও তাহারা সেই দায়ীত্বজ্ঞানহীন বিপক্ষদলে মিলিত হইয়াছিল। বিপক্ষদল অবরোধ তুলিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানগণ সপ্তাহকাল বনী কারীজাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে তাহারা ভীত হইয়া সংবাদ প্রেরণ করিল যে, মায়াজ-পুত্র সা'দ আমাদের ব্যাপারে যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন আমরা তাহা মানিয়া লইব। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, যোদ্ধগণকে হত্যা করিতে হইবে এবং অবশিষ্টকে বন্দী করিতে হইবে।

ইহার দুই বৎসর পর খয়বর অঞ্চল মোসলমানদের হস্তগত হয়! সেখানেও যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহুদীগণ যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না, বরং তাহারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করিয়া সন্ধি করিয়া লইল। তথায় মোসলমানদের আধিপত্য বিস্তার হইল, তাহারা রাজ্যের অধিকারী হইল। ইহুদীগণও
৪৪৫ পূর্ব্বের ন্যায় নিজেদের আবাসে বসবাস, চাষাবাদ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাদের স্বাভাবগত অশান্তিপ্রিয়তার কারণ নিজেরাও অশান্তিতে রহিল এবং অপরকেও শান্তিতে থাকিতে দিল না অবশেষে হজরত ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে বনী কারীজাকে তথা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলে তাহারা শামদেশে বসবাস করিতে লাগিল।

وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا

অ যীনাতাহা- ফাতাআ-লায়্‌না ওমাত্তে'কোন্না অ ওছারে'হ্‌ কোন্না ছারা-হান্‌

এবং উহার মনোহারীত্বের অভিলাষিণী হও তবে এস, আমি তোমাদিগকে (কিছু) প্রদান করিও সম্মানের সহিত তোমাদিগকে

جَمِيْلًا ۝ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ

জামীলা। অ ইন্‌ কোন্‌তোন্না তোরেদ্‌নাল্লা-হা অ আছূলাহূ অদ্দারাল্‌— আ-খেরাতা

বিদায় প্রদান করি। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রছুল ও পরকালের আকাঙ্ক্ষিণী হও

فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

ফাইন্নাল্লা-হা আআদ্দা-লিল্‌ মোহ্‌ছেনা-তে মেন্‌কোন্না আজ্‌রান্‌ আজীমা-।

তবে তোমাদের মধ্যে পুণ্যশীলাদের জন্য মহৎ প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

ইয়্যা- নেছা—আন্নাবীয়্যে মাঁই য়্যা'তে মেন্‌ কোন্না বে ফা-হেশাতেম্‌ মোবাই্‌য়েনাই

অয়ি নবীর সহধর্ম্মিণীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কার্য্যে লিপ্ত হইবে

يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

ইয়োদ্বাআফ্‌ লাহাল্‌ আজা-বো দ্বে'ফায়্‌ন্‌। অকা-না জা-লেকা আলাল্লা-হে য়্যাছীরা।

তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। আর ইহা আল্লাহ্‌র নিকট অতি সহজকার্য্য।



২১শ পারা—উৎলো- মা উহেয়্যা

সূচী-পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা